অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক

(সূরা ইউসূফ ঃ ১০৬)

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)

অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক

(সূরা ইউসুফ : ১০৬)

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)

যাঁর কৃতজ্ঞতায়

আমার প্রানপ্রিয় শিক্ষাগার যাত্রাবাড়ীস্থ মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার পরলোকগত সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ হুসাইন সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর মাগফিরাত কামনায় সদাকায়ে জারিয়াহ স্বরূপ সংকলিত কিতাবটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। -সংকলক

অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ)

চতুর্থ প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১২

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp(@)gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরুর

মূল্য: ৮০ (আশি) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد :

মানব জাতিকে আল্লাহ্ জ্বিনদের স্থলাভিষিক্ত খালীফাহ্ হিসাবে তাঁর এ পৃথিবীতে পূনঃরায় তাঁর দাসত্ব কায়েমের লক্ষে প্রেরণ করেন। কিন্তু মানব জাতিও তাদের পূর্বসরীদের মতো আল্লাহর নাফারমানী ফিৎনাহ বা শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফিৎনাহ বা শির্কে জর্জরিত এ কুষ্ঠব্যধি থেকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে নাবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁর ক্রমধারা শেষ নাবী ও রসূল মাটির তৈরী মহামানব আবূল কাসিম মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ (সাঃ)-এর শেষ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর খালিস গোলামী। কিন্তু স্বর্ণের কয়েক যুগ গত হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ খালিস গোলামীর মাঝে ঢুকে পড়ে সেই ফিৎনাহ্ নামক শির্ক ও বিদ'আত।

আল্লাহর রাজত্বে তাঁর দাসত্ব বজায় রাখার জন্য আল্লাহ্ তাঁর নাবী (সাঃ)-এর পর তাঁর উম্মাতকে স্থলভিষিক্ত করেন এবং তাওহীদ প্রচারের মহান দায়িত্ব তাঁদেরকেই ন্যস্ত করেন। সে দায়িত্ব যুগে যুগে পালনের লক্ষে আল্লাহ অসংখ্য মুহাক্কিক, মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন এবং তাঁর একাত্ববাদের পতাকা উড্ডিন রাখেন।

এরপরও বিশ্বে ত্রিত্ববাদ সভ্যতা বন্ধুরূপী শাইতন, খান্নাসের প্রলোভন ও চতুরমুখী ষড়যন্ত্রে পতিত হয়ে মু'মিন মুসলিম সেই শির্ক নামক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছে। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে বার বার নমরূদ, আবূ জাহাল, ফিরআউন, হালাকু-চেঙ্গিসের উত্তরাধিরা। এ তগুতীশক্তিকে পরাস্ত করে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করতে হলে মুসলিম জাতিকে আবারও গা-ঝাড়াদিয়ে পূর্ণ খালিস-নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দাসত্বকে কায়িম করার লক্ষ্যে শির্ক বিদ'আত মুক্ত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে খালিদ বিন ওয়ালীদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ ও তীতুমীরের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর গোলামী কায়িম (প্রতিষ্ঠার) লক্ষে। তাহলেই ঘাড়ে গেঁড়ে বসা তগুতী শাইতনের অপ-শক্তিকে জাহান্নামের গহীণে প্রক্ষিপ্ত সম্ভব।

আজ শতদাবিভক্ত মুসলিম জাতিকে ঈমানদারীর সাথে কুফরী ও মুশরিকী 'আমল পরিহার করে নিষ্ঠার সাথে ওয়াহীর সভ্যতাকে জীবনে রূপ দিয়ে অপরকে এ পতাকাতলে নিয়ে আসার কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। আয়নাতুল্য মু'মিন, অপর মু'মিনের ক্রটি শুধরিয়ে দিয়ে ঈমান বৃদ্ধির কাজে লিপ্ত হতে হবে, যাতে পরস্পরের ঈমান মজবুত হয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

وإذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا وعلى ربهم يتوكلون ※

মু'মিন লোক এমন যে, যখন আল্লাহর নাম ঘোষণা করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম (আয়াত) পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি হয়ে যায় এবং তারা তাদের প্রভূর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়।

(সূরা ঃ আল-আনফাল– ২)

প্রিয় পাঠক! আর ঈমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও নিজেদের পরস্পর ভুল-ক্রটি মোচনের জন্যই আমার এ প্রয়াস। সূরা ইউসূফ ১০৬ নং আয়াতের ভাবার্থকেই এ পুস্তকের নামকরণ করা হলো এবং কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে শির্কের বহু বিষয় তুলে ধরা হলো– যাতে ফিৎনায় আচ্ছন্ন জাতি উপকৃত হতে পারে।

পুস্তকটি সংকলনে প্রতিটি বিষয়ে কুরআন এবং হাদীস থেকে প্রমাণ দেয়ার ব্যাপারে কোন ক্রটি ছিল না। তারপরও যদি সংকলনের মধ্যে কোন ক্রটি কারও নজরে আসে তবে আমাকে জানালে নিজের ভুল সংশোধনে কার্পণ্য করবো না– ইনশাআল্লাহ এবং পূর্ণ মুদ্রণে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করারও সুযোগ মিলবে। আল্লাহ আমাদের সকল মুসলিম মু'মিনদের যাবতীয় ফিৎনাহ হতে মুক্ত রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে নিষ্ঠার সাথে তাঁর গোলামী করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান
গ্রামঃ রামনগর, পোঃ শেহলাপট্টি
থানাঃ কালকিনি, জেলাঃ মাদারীপুর

তারিখঃ ০২/০৫/০৩ঈঃ
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ঃ সূচীপত্র ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

কেন অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক?

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ *

অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।

(সূরা ঃ ইউসুফ- ১০৬)

আল্লামা ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (২য় খণ্ড ৬৪৯-৬৫১ পৃষ্ঠা) এ আয়াতের যে তাফসীর বা ব্যাখ্যা করেছেন তা পাঠকের খিদমাতে হুবহু পেশ করছি ঃ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِنْ إِيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَمَنْ خَلَقَ الْجِبَالَ؟ قَالُوْا : اللّٰهُ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ بِهِ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ *

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তারা ঈমানের সাথে মুশরিক, যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ আসমান, জমিন, পাহাড়কে কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলে, আল্লাহ! তারপরও তারা আল্লাহর সাথে শারীক করে। এমনিভাবে মুজাহিদ, আতা, ইকরিমাহ, শা'বী, কাতাদাহ, যাহ্হাক আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলামও ব্যাখ্যা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে মুশরিকরা তালবিয়া পাঠের সময় বলতো ঃ

لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ *

আমি হাযির, তোমার শারীক নেই, কেবলমাত্র তোমার জন্যই শারীক। সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে মুশরিকরা যখন বললো, لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! এর অতিরিক্ত বলো না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ *

"শির্ক হচ্ছে বড় যুল্ম।" (সূরা ঃ লুকমান- ১৩)

এটা হচ্ছে বড় শির্ক যে আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদাত করা। যেমনভাবে বুখারী মুসলিমে রয়েছে ঃ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ *

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শারীক করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

হাসান বাসরী (রহঃ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এরা হলো মুনাফিক। যখন তারা 'আমল করে লোক দেখানো 'আমল করে। তারা 'আমলের সাথে মুশরিক। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا *

অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করছে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। যখন তারা সলাতে দাঁড়ায় তখন লোক দেখানোর জন্য একান্ত উদাসিনভাবে দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (সূরা ঃ আন্-নিসা- ১৪২)

অতঃপর গোপন শির্ক (شِرْكٌ خَفِيٌّ) যা সংঘটিত হলে বুঝা যায় না। যেমন বিভিন্ন বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيْضٍ فَرَأَى فِيْ عَضُدِهِ سَيْرًا فَقَطَعَهُ أَوْ انْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ » *

উরওয়াহ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ হুযাইফাহ (রাঃ) এক অসুস্থ

ব্যক্তির নিকট প্রবেশ করে তার বাহুতে একটি বালা দেখলেন। অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন অথবা তা খুলে ফেললেন এরপর বললেন ঃ "অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তারপরও তারা মুশরিক"।

অপর হাদীসে রয়েছে ঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ رواه التِرمِذِي *

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে সে শির্কই করে। (তিরমিযী)

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبوداؤد *

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও যাদুটোনা শির্ক। (আহমাদ, আবূ দাউদ)

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه قالت : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السرير قالت : فدخل فجلس إلى جانبى فرأى فى عنقى خيطا فقال : ماهذا الخيط؟ قالت : قلت ; خيط رقى لى فيه فأخذ فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء من الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد *

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ যখন কোন প্রয়োজনে বাড়িতে আসতেন তখন দরজার কাছে এসেই গলা খাঁকার দিতেন ও থুথু ফেলতেন।

কারণ হঠাৎ আমাদের নিকট নিন্দনীয় কাজের অবস্থায় প্রবেশ করা তিনি অপছন্দ করতেন। যায়নাব বলেন ঃ একদিন তিনি আসলেন এবং গলা খাঁকার দিলেন। আর আমার নিকট এক বুড়ী আমাকে ফোড়ার কারণে ঝাঁড়-ফুঁক করছে। বুড়িকে আমি তখন খাটের নীচে প্রবেশ করালাম। যায়নাব (রাঃ) বলেন ঃ তিনি প্রবেশ করে আমার ডান পার্শ্বে বসলেন এবং আমার গলায় তাগা দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটা কিসের তাগা? যায়নাব বলেন ঃ আমি বললাম, এ তাগায় আমার জন্য ঝাঁড়-ফুক দেয়া হয়েছে। তিনি তাগা ধরে কেটে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ আবদুল্লাহর পরিবার শির্ক হতে মুক্ত। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ঝাড়-ফুঁক তাবীজ, যাদুটোনা করা শির্ক। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَهُوَ مَرِيْضٌ نَعُوْدُهُ، فَقِيْلَ : لَهُ لَوْتَعَلَّقْتَ شَيْئًا فَقَالَ : أَتَعَلَّقُ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

ঈসা ইবনু আবদির রহমান হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রুগী দেখার জন্য আবদুল্লাহ বিন উকাইমের নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে বলা হল যদি কিছু ঝুলিয়ে রাখতেন। তিনি বললেন, আমি কিছু ঝুলিয়ে রাখব অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কিছু ঝুলিয়ে রাখবে তা তার উপরই অর্পিত হবে। (আহমাদ, নাসায়ী)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً، فَقَدْ أَشْرَكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا أَتَمَّ اللّٰهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَاوَدَعَ اللّٰهُ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ

উকবাহ ইবনু আমির হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলিয়ে রাখল সে শির্ক করল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলিয়ে রাখবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না। আর যে ব্যক্তি কড়ি ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « قَالَ اللهُ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ বলেন, আমি শির্কের শারীক হতে অমুখাপেক্ষী, কোন ব্যক্তি কোন ‘আমল করল, আর তাতে আমার সাথে অন্যকে শারীক করল সে ‘আমাল ও শির্ককে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।” (মুসলিম)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ فَضَالَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ يُنَادِيْ مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

আবূ সাঈদ বিন আবূ ফুযালাহ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই সেদিন যখন আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকদেরকে একত্র করবেন, তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বললেন, যে ব্যক্তি তার ‘আমলে আল্লাহর জন্য শারীক করে সে যেন তার সওয়াব আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে চায়। কেননা আল্লাহ শির্ককারীর শির্ক হতে মুক্ত। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ

جَزَاءً؟ رواه أحمد

মাহমূদ বিন লাবীদ হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী ভয় করছি শির্ক আসগার বা ছোট শির্কের। তাঁরা বললেন, শির্কে আসগার কি হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, রিয়া। মহান আল্লাহ্ কিয়ামাত দিবসে যখন মানুষদেরকে তাদের কাজের বদলা দিবেন তখন বলবেন, তোমরা যাও ঐসমস্ত লোকদের নিকট যাদেরকে তোমরা দুনিয়ায় দেখাতে, দেখ তাদের নিকট বিনিময় পাও কি না? (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ مَاكَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ : أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ! لَاخَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَاطَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رواه أحمد

আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অশুভ লক্ষণের ধারণা যাকে কোন প্রয়োজন হতে ফিরিয়ে রাখল সে শির্ক করল। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এর কাফ্ফারা কি? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাদের কেউ বলবে, হে আল্লাহ্! তোমার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, তোমার অশুভ ছাড়া কোন অশুভ নেই। তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন প্রভু নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِيْ عَلِيٍّ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ كَاهِلٍ قَالَ : خَطَبَنَا أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَزْنٍ وَقَيْسُ بْنُ الْمُضَارِبِ فَقَالَا : وَاللهِ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّاقُلْتَ أَوْلَنَأْتِيَنَّ عُمَرَ مَأْذُونًا لَنَا أَوْغَيْرَ مَأْذُونٍ. قَالَ : بَلْ أَخْرُجُ مِمَّاقُلْتُ، خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ

صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : ياأيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول : فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله؟ قال : قولوا : اللهم! إنا نعوذبك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لانعلمه رواه أحمد

কাহেল গোত্রের এক ব্যক্তি আবূ আলী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আবূ মুসা আশআরী আমাদেরকে খুৎবা দিয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা এ শির্ক হতে বেঁচে থাকো। কেননা এটা ক্ষুদ্র পিপিলিকার চাইতেও গোপন। আব্দুল্লাহ বিন হুযন ও কাইস বিন মুযারিব দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি যা বলেছেন তা বর্ণনা করেন অথবা উমারের কাছে যাবো, আমাদের জন্য শাস্তি আরোপ করুক আর নাই করুক, তিনি বললেন, বরং আমি যা বলেছি তা বর্ণনা করব। আমাদের মাঝে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দিয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা এ শির্ক হতে নিজেকে রক্ষা করো, কেননা এটা ক্ষুদ্র পিপিলিকার চাইতেও গোপন। অতঃপর আল্লাহ এক ব্যক্তির উপর ইচ্ছা করাই তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা থেকে কিভাবে বাঁচবো অথচ তা ক্ষুদ্র পিপিলিকার থেকেও গোপন?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা বলো ঃ

اللهم! إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لانعلمه *

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আমাদের জানা শির্ক হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমাদের অজানা শির্ক হতে ক্ষমা চাচ্ছি।" (মুসনাদে আহমাদ)

عن معقل بن يسار قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: حدثني أبوبكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

الشِرك أخفى فيكم من دبيب النمل فقال أبوبكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلهاً آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ثم قال : ألا أدلك على مايذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل : اللهم! إني أعوذبك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم رواه أبويعلى الموصلي *

মা'কাল বিন ইয়াসার হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) হাদীস বর্ণনা কচ্ছেন, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্ষুদ্র পিপিলিকার ন্যায় ছোট শির্ক তোমাদের মধ্যে হয়ে থাকে। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, যে আল্লাহর সাথে অন্যকে ডাকে এছাড়া কি শির্ক আছে? অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ক্ষুদ্র পিপিলিকার ন্যায় ছোট শির্ক তোমাদের মধ্যে আছে। অতঃপর বললেন, আমি কি তোমাকে জানাবো না ঐ ছোট শির্ক এবং বড় শির্ক যা তোমার থেকে চলে যাবে? তুমি বল ঃ

اللهم! إني أعوذبك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لاأعلم *

হে আল্লাহ! আমি তোমার সাথে জেনে যে শির্ক করি তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং যা জানি না তা থেকে ক্ষমা চাই।

(আবূ ইয়ালা আল মুসিলী)

উপরোক্ত আলোচনা স্পূর্ণটিই তাফসীর ইবনু কাসীর-এর

« ومايؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون »

আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে।

(ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৬৪৯, ৬৫০-৬৫১ পৃষ্ঠা)

অধিকাংশের অনুকরণ ও দোহাই কাফির, মুশরিক নির্বোধ ও বিদ'আতীদের নীতি

সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অধিকাংশ লোক সত্যের মাপকাঠি নয়। বরং অল্প **সংখ্যক** লোকই হাক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অধিকাংশ লোকই গোমরাহির পথে থাকবে, তাই অধিকাংশের অনুকরণ ও দোহাই দেয়া মুশরিকদের নীতি, যে পথের অনুকরণ না হাক্ব পন্থী, বিদ'আতীরা করবে। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ অধিকাংশ লোককে খারাপের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন, আমরা তার কিছু উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তাবারক ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *

১। (হে নাবী!) আপনি যদি অধিকাংশ লোকের কথা মানেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিবে। কেননা তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার অনুকরণ করে এবং অনুমান করে কথা বলে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু সবচাইতে বেশী জানেন, কারা আল্লাহর পথ হতে গোমরাহ হয়েছে এবং তিনিই অধিক জানেন কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত বা সঠিক পথে আছে। (সূরা ঃ আল-আনআম– ১১৬-১১৭ আয়াত)

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ *

২। (হে নাবী) আপনি যতই আকাঙ্খা করেন না কেন (আপনার কথার প্রতি) অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না। (সূরা ঃ ইউসুফ– ১০৩ আয়াত)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ *

৩। অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেও তারা মুশরিক। (সূরা ঃ ইউসূফ– ১০৬ আয়াত)

المرا تلك آيت الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لايؤمنون *

৪। আলিফ-লাম-মীম-র; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না। (সূরা ঃ আর্-রাআদ– ১ আয়াত)

بل أكثرهم لايعلمون *

৫। বরং অধিকাংশ লোক জ্ঞানহীন (অজ্ঞ)।
(সূরাঃ আন্-নামাল– ৬১, ইউনুস– ৫৫ ও আল-আরাফ– ১৩১, আত্-তূর– ৪৭, আয্-যুমার– ২৯, ৪৯, লুকমান– ২৫, আনআম– ৩৭, কাসাস– ১৩, ৫৭ আয়াত)

وإن ربك لذوفضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون *

৬। আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
(সূরা ঃ আন্-নামাল– ৭৩, ইউনুস– ৬০ আয়াত)

إن فى ذلك لاية وماكان أكثرهم مؤمنين *

৭। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।
(সূরা ঃ আশ্শুয়ারা– ৮, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০ আয়াত)

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين *

৮। তাদের পূর্বে অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট ছিল।
(সূরা ঃ আস্-সাফফাত– ৭১ আয়াত)

بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون *

৯। বরং তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে জানে না; অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা ঃ আম্বিয়া– ২৪ আয়াত)

بل جاء هم بالحق وأكثرهم للحق كارهون *

১০। বরং তিনি তাদের নিকট সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ লোক সত্যকে অপছন্দ করে। (সূরা ঃ মু'মিনূন– ৭০ আয়াত)

كِتَابٌ فُصِّلَتْ ايَاتُه قُرانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ *

১১। এটা একটি কিতাব। এর আয়াতসমূহ আরবী কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। অতঃপর তাদের অধিকাংশলোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে তারা শুনেও না। (সূরা ঃ হা-মীম আস্‌সাজদাহ- ৩-৪ আয়াত)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْيَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلًا *

১২। আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত। (সূরা ঃ ফুরকান- ৪৪)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا *

১৩। আর আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণকারি যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (সূরা ঃ ফুরকান- ৫০ আয়াত)

يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ *

১৪। তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (সূরা ঃ আশ্‌শুয়ারা- ২২৩ আয়াত)

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ *

১৫। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা ঃ ইউসুফ- ৩৮ আয়াত)

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ *

১৬। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞানহীন।
(সূরা আনফাল- ৩৪, দুখান- ৩৯, জাসিয়াহ- ২৬, আন্‌-নাহাল- ৩৮, ৭৫, ১০১, রূম- ৬, ৩০, ইউসুফ- ২১, ৪০, ৬৮, সাবা- ২৮, ৩৬, মু'মিন- ৫৭ আয়াত)

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ *

১৭। তারা আল্লাহর নিয়ামাত বা অনুগ্রহ চিনে, এরপর তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।
(সূরা ঃ আন্-নাহাল– ৮৩ আয়াত)

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ *

১৮। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমানদার না।
(সূরা ঃ হুদ– ১৭, আল-আরাফ– ১৮৭ আয়াত)

وَمَايَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا *

১৯। আর তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না।
(সূরা ঃ ইউনুস– ৩৬ আয়াত)

শাইতন আল্লাহকে বলেছে ঃ

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ *

২০। আপনি তাদের অধিকাংশলোককে কৃতজ্ঞ পাবেন না।
(সূরা ঃ আল-আরাফ– ১৭ আয়াত)

وَأَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُونَ *

২১। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।
(সূরা ঃ মায়িদাহ– ১০৩, আনকাবুত– ৬৩ আয়াত)

وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ *

২২। আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক।
(সূরা ঃ আল-মায়িদাহ– ৫৯, আলু-ইমরান– ১১০, আত্-তাওবাহ্– ৮ আয়াত)

إِنَّ اللهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُونَ *

২৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না।
(সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ২৪৩, মু'মিন– ৬১, ইউনুস– ৬০ আয়াত)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا : سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ *

২৪। যে দিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত বা পুজা করত? ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা জ্বিনদের পুজা করত। তাদের অধিকাংশই শাইতনে বিশ্বাসী। (সূরা ঃ আস্-সাবা- ৪০-৪১ আয়াত)

لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون *

২৫। তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (সূরা ঃ ইয়াসিন- ৭ আয়াত)

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون *

২৬। আমি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই হাক্বকে অপছন্দ করে। (সূরা ঃ আয্-যুখরুফ- ৭৮ আয়াত)

ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا *

২৭। আমি এই কুরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সবরকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অস্বীকার না করে থাকেনি। (সূরা ঃ বানী ইসরাঈল- ৮৯ আয়াত)

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون *

২৮। আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না। কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকার-চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাদের একদল চুক্তিপত্র ছুঁড়ে ফেলে। বরং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমানদার নয়। (সূরা ঃ আল-বাকারা- ৯৯-১০০)

ولكن أكثرهم يجهلون *

২৯। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মূর্খ। (সূরা ঃ আল-আনআম- ১১১)

وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين *

৩০। আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী রূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশ লোককে ফাসিক বা হুকুম অমান্যকারী পেয়েছি। (সূরা ঃ আল-আ'রাফ– ১০২)

كان أكثرهم مشركين *

৩১। তাদের অধিকাংশ লোকই মুশরিক ছিল। (সূরা ঃ আর-রূম– ৪২)

وإن كثيرا من الناس لفاسقون *

৩২। মানুষের মধ্যে অনেক লোকই ফাসিক। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ– ৪৯)

অল্প সংখ্যক লোকই নাজাতপ্রাপ্ত

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে অসংখ্য আয়াতে যেমন অধিকাংশ লোকের খারাবী বর্ণনা করেছেন, তেমনভাবে আবার অল্পসংখ্যক লোকের হাক্ব বা ভালোর উপর থাকবে তাও বহু সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করেছেন। আমরা তার থেকে কিছু আয়াতে কারীমাহ উল্লেখ করছি ঃ

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون *

১। তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী। (সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ৮৩ আয়াত)

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مايؤمنون *

২। তারা বলে, আমাদের অন্তর অর্ধাবৃত বরং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তারা অল্পলোকই ঈমান আনে। (সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ৮৮ আয়াত)

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين *

৩। অতঃপর যখন তাদের উপর কিতাল বা সংগ্রামকে ফরয করা হল তখন তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে অধিক অবগত আছেন।(সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ২৪৬ আয়াত)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ *

৪। অতঃপর তলূত যখন সৈন্য সামন্ত নিয়ে বের হল তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানী পান করবে সে আমার অন্তরভূক্ত নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করবে না নিশ্চয়ই সে আমার অন্তর্ভূক্ত লোক। তবে যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নিবে তার তেমন দোষ নেই। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই পানী পান করলো। পরে তলূত যখন তা পার হল এবং তার সাথে অল্প সংখ্যক ঈমানদার ছিল। তখন তারা অধিকাংশ বলতে লাগলো, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সাথে একদিন সাক্ষাৎ করতে হবে তারা বলতে লাগলো, আল্লাহর হুকুমে অল্প সংখ্যক দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।
(সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ২৪৯)

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا *

৫। অতএব অল্পসংখ্যক ব্যতীত তারা ঈমান আনবে না।
(সূরা ঃ আন্-নিসা– ৪৬, ১৫৫)

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ *

৬। আপনি তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাদের পক্ষ থেকে কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ– ১৩)

مَافَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ *

৭। তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়ন করতো না। (সূরা ঃ আন্-নিসা– ৬৬)

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلاً *

৮। বলাবাহুল্য অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। (সূরা ঃ হূদ– ৪০)

إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ *

৯। তবে অল্পসংখ্যক লোক যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে রক্ষা করেছি। (সূরা ঃ হূদ– ১১৬)

لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً *

১০। (শাইতন বলল) যদি আপনি আমাকে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন, তাহলে আমি অল্প সংখ্যক ব্যতীত আদমের বংশধরদেরকে সমুলে নষ্ট করে দিব। (সূরা ঃ বানী ইসরাঈল– ৬২)

إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ *

১১। তবে তারা করে না যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অবশ্য এমন লোকদের সংখ্যা খুবই অল্প। (সূরা ঃ সোয়াদ– ২৪)

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ *

১২। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ। (সূরা ঃ আস্-সাবা– ১৩)

হাদীসেও মহানাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প সংখ্যক লোকদের নাজাতের কথাই বলেছেন, আমরা কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছি ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ *

জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিমদের থেকে অল্প সংখ্যক লোকই এই দীন বা মাযহাবের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।(মুসলিম ২য় খণ্ড ১৪৩ পৃঃ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ *

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় ইসলাম গরিবী অবস্থায় অর্থাৎ অল্প লোকদের মধ্যে ফিরে যাবে, যেভাবে অল্প লোক দ্বারা সূচনা হয়েছিল এবং সেই গরিবী ইসলাম দুই মাসজিদ অর্থাৎ মাসজিদে হারাম বা কাবা মাসজিদ এবং মাসজিদে নববীর মাঝের লোকদের মধ্যে সঠিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে যায়। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ *

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীন ইসলামের সূচনা গরীব অবস্থায় ঘটেছে। আর সূচনায় যেমন ঘটেছিল পুনরায় সেরূপ ঘটবে।

অতএব গরীবরাই সৌভাগ্যবান। জিজ্ঞেস করা হলো, গরিবের তাৎপর্য কি? বা গরিব কারা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অধিক সংখ্যক দুষ্ট লোকদের মাঝখানে মুষ্টিমেয় সৎলোক। অনুগত দল অপেক্ষা অবাধ্য দলের সংখ্যা বেশী হবে।(মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড ১১৭ ও ২২২ পৃঃ, মিশকাত ২৯ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা (রাঃ)গণ

যে দলের অনুসারী ছিলেন একমাত্র সেটিই মুক্তিপ্রাপ্ত দল এবং অধিকাংশ লোকই যে জাহান্নামী ও সামান্য সংখ্যক যে হাক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তার জ্বলন্ত প্রমাণ নিম্নের হাদীস ঃ

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل....... وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال:ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর হতে বর্ণিত; তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই আমার উম্মাতের উপর এমন এক পর্যায় আসবে, যেরূপ অবস্থা হয়েছিল বানী ইসরাঈলদের।....... আর নিশ্চয় বানী ইসরাঈলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, তাদের থেকে এক দল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল। যে দলটি জান্নাতে যাবে সে দল কোনটি? আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যে দলের উপর আছি, সে দলটিই জান্নাতে যাবে এবং এ দলের উপর যাঁরা অবিচল থাকবে।

(তিরমিযী, আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত– ৩০ পৃষ্ঠা)

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا : وما تلك الفرقة؟ قال:ما أنا عليه اليوم وأصحابي - رواه الطبراني في الصغير

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের মধ্যে একদল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামী। সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে জান্নাতী দল কোনটি? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এবং আমার সাহাবীরা আজকের দিনে যে পথে উপর অটল আছি সে দলটিই জান্নাতী। (তাবারানী সগীর, মিফতাহুল জান্নাহ- ৫৮ পৃঃ)

শির্ক হলো বড় যুল্‌ম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ *

নিশ্চয় শির্ক হল বড় যুলুম। (সূরা ঃ লুকমান– ১৩ আয়াত)

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করেছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّانَزَلَتْ هٰذِهِ الْأَيَةُ «الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ» شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا : يَارَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ قَالَ : إِنَّ لَيْسَ الَّذِى تَعْنُوْنَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاقَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ «يَابُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ» إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِىُّ وَابْنُ كَثِيْرٍ جـ ١ص ٢٠٦

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হল– "যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করে না" এটা লোকদের উপর কঠিন হয়ে পড়ল, তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কে যুল্‌ম করে না? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যারা যুল্‌ম করে না তারা হলো ঐ অনুগত লোক, তোমরা কি শুননি সৎ বান্দা যা বলেছে ঃ "হে আমার ছেলে আল্লাহর সাথে শির্ক করনা নিশ্চয় শির্কই হচ্ছে বড় যুলম" সেযুল্‌মই হল শির্ক।

(মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ فَظُلْمٌ لَايَغْفِرُ اللهُ وَظُلْمٌ يَغْفِرُ اللهُ وَظُلْمٌ لَايَتْرُكُهُ اللهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِى لَايَغْفِرُهُ اللهُ، فَالشِّرْكُ، وَقَالَ (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ) وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِى يَغْفِرُهُ اللهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنْفُسِهِمْ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ وَالظُّلْمُ الَّذِىْ لَايَتْرُكُهُ فَظُلْمُ

الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِيْ مُسْنَدِهِ وَابْنُ كَثِيْرٍ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুল্‌ম তিন প্রকার ঃ (১) এক প্রকার যুল্‌ম আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; (২) এক প্রকার যুল্‌ম আল্লাহ ক্ষমা করবেন; (৩) আর এক প্রকার যুল্‌ম আল্লাহ ছেড়ে দিবেন না।

১। যে যুল্‌ম আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তা হচ্ছে শির্ক আর আল্লাহ বলেন ঃ "নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় যুল্‌ম"।

২। যে যুল্‌ম আল্লাহ ক্ষমা করবেন তা হচ্ছে বান্দার যুল্‌ম। যা সে তার নিজের সাথে এবং তার প্রভুর সাথে করে।

৩। যে যুল্‌ম আল্লাহ ছেঁড়ে দিবেন না তা হচ্ছে ঃ বান্দার যুল্‌ম; যা তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে করে, এমনকি একে অপরের কাছে ঋণী হয়ে যায়। **(মুসনাদে বাযযার, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৬৭৬ পৃষ্ঠা)**

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা হতে বর্ণনা করেন। মহান আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি আমার উপর যুল্‌ম হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা যুল্‌ম করো না।" **(মুসলিম ২য় খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠা)**

যালিমের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ *

আর যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তারাই হলো যালিম। (সূরা ঃ আল-বাকারাহ ২২৯ আয়াত)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ *

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই যালিম। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ- ৪৫ আয়াত)

আল্লাহ তাবারাক ওয়াতাআলা কাফিরদেরকেও যালিম ঘোষণা দিয়ে বলেন ঃ

وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ *

আর কাফিররাই হলো প্রকৃত যালিম। (সূরা ঃ আল-বাকারাহ- ২৫৪ আয়াত)

আর যালিমরা স্পষ্ট পথভ্রষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بَلِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ *

বরং যালিমরা স্পষ্ট পথভ্রষ্ট। (সূরা ঃ লোকমান- ১১ আয়াত)

إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ *

আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ- ৫১ আয়াত)

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ *

আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সরা ঃ আল-মায়িদাহ- ৭২ আয়াত)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যারা মুশরিক তারা যালিম এবং যারা কাফির তারাও যালিম। অতএব যে কাফির সে যালিম। আর যে যালিম সে মুশরিক। আর মুশরিকদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ সকল ফিতনা থেকে রক্ষা করুন- আমীন।

যেভাবে শির্কের উৎপত্তি

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا *

তারা বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ওয়াদ, সূওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নসরকে পরিত্যাগ করো না।
(সূরা ঃ নূহ– ২৩ আয়াত)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَأٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ وَنَسْرًا أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নূহ (আঃ)-এর কাওমে যেসব মূর্তির প্রচলন ছিল পরবর্তী সময়ে তা আরবদের মধ্যেও চালু হয়েছিল। ওয়াদ ছিল কালব গোত্রের দেব-মূর্তি, দাওমাতুল জান্দাল নামক স্থানে ছিল এর মন্দির। সূওয়া ছিল মক্কার নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের মূর্তি। ইয়াগুস ছিল প্রথমে মুরাদ গোত্রের এবং পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বানী গাতিফের দেবতা হিসাবে সাবা'র নিকটবর্তী জাওফ নামক আস্তানায় ছিল। ইয়াউক ছিল হামদান গোত্রের দেবমূর্তি; আর নাসর ছিল যুল-কালা গোত্রের হিম্ইয়ার শাখার দেবমূর্তি। নাসর নূহ (আঃ)-এর কাওমের কিছু সৎলোকের নামও ছিল। এ লোকগুলো মারা গেলে তারা যেখানে বসে মজলিস করত, শাইতন সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করতে তাদের কাওমের লোকের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই তারা

সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে এবং তাদের নামে সে মূর্তির নাম রেখে স্থাপন করে। কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পুজা করা হত না। পরে ঐ লোকগুলো মৃত্যুবরণ করলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পুজা করতে শুরু করে।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৭৩২ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৫৪৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَذَاكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرِهَا قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তার কোন স্ত্রী হাবাসাহ দেশের একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। যাকে মারিয়াহ বলা হত। উম্মে সালামাহ ও উম্মে হাবীবাহ ইতিমধ্যে হাবাসাহ এলাকা হতে সফর করে এসেছেন, তারা ঐ গির্জার সুন্দর্য এবং অনেকগুলো মূর্তীর কথা উল্লেখ করলেন। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরা ঐ সমস্ত লোক যখন তাদের মধ্যে কোন সৎ ব্যক্তি বা সৎ বান্দা মারা যায় তখন তারা তার কবরের উপর মাসজিদ (ইবাদাতখানা) বানিয়ে নেয় এবং তাতে এ ছবিগুলো তারা তৈরী করে। আল্লাহর নিকটে কিয়ামাতদিবসে এরাই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

(বুখারী, মুসলিম)

শির্ক ও তার প্রকার

শির্কের পরিচয় ঃ শির্ক হচ্ছে আল্লাহর সাথে এমন বিষয়ে সমকক্ষ স্থির করা যেটা আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য; যেমন, তাঁর সাথে অন্যকে ডাকা, অন্যকে ভয় করা। অন্যের কাছে আশা করা, আল্লাহর চাইতে অন্যকে বেশী ভালবাসা, অর্থাৎ– আল্লাহর ইবাদাতের কোন একটি অন্যের দিকে সম্বোধন করাকে শির্ক বলে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين *

তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে। (সূরা ঃ বাইয়্যিনাহ্– ৫ আয়াত)

فاعبد الله مخلصا له الدين *

অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে ইবাদাত করুন। (সূরা ঃ আয্-যুমার– ২)

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين *

বলুন! আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (সূরা ঃ আয্-যুমার– ১১ আয়াত)

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا *

আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শারীক না করে। (সূরা ঃ কাহাফ– ১১০ আয়াত)

শির্কের প্রকার ঃ শির্ক দু'প্রকার–

১) الشرك الاكبر বড় শির্ক;

২) الشرك الاصغر ছোট শির্ক।

১। **الشرك الاكبر বা সবচেয়ে বড় শির্ক ঃ** আল্লাহর কোন সমকক্ষ স্থির করে ইবাদাতের কোন এক প্রকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য করা। যেমন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ্ করা, অন্যের নামে মানত করা, অন্যকে ডাকা, অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, যেমন–

মূর্তি, জ্বীন-এর নিকট সাহায্য চাওয়া অথবা কবরের নিকট সন্তান চাওয়া, রোগমুক্তি কামনা করা, অলী-আওলিয়া, সৎ লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী করেদিবে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى *

যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে আওলিয়া বা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে তারা বলে যে, আমরা তাদের ইবাদাত এজন্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। (সূরা ঃ আয্-যুমার- ৩ আয়াত)

যে ব্যক্তি এ প্রকার শির্ক করবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তার কোন ফরয, নফল ইবাদাত কবুল হবে না। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ! يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ : إِنْ تَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহকে তুমি অংশীর সাথে আহ্বান করছ অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শারীক করছ অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা)

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটা সবচেয়ে বড় গুনাহ বা অপরাধ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا؟ اَلإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আব্দুর রহমান বিন আবি বাকরাহ হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন ঃ আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহর সংবাদ দিব না? তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শারীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া অথবা মিথ্যা কথা বলা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন ঃ অতঃপর তিনি বসে বার বার আওড়াতে লাগলেন। এমনকি আমরা বললাম, তিনি যদি চুপ হতেন।

(মুসলিম ১ম খণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)

২। اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ। **সবচেয়ে ছোট শির্ক ঃ** আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্থ করা। এটা শির্কে আকবার বা বড় শির্কের মতো নয়। তবে এটা দ্বারা কাবীরাহ গুনাহ হবে। যে এ শির্ক করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না বরং এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন ঃ যেমন অন্যান্য গুনাহের বেলায় যেগুলো বড় শির্কের মত হবে না।

কিন্তু এ ছোট শির্ককে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ كَثِيْرٍ

মাহমুদ বিন লাবীদ হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী ভয় করছি শির্কে আসগার বা ছোট শির্কের।

(মুসনাদে আহমাদ, ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৬৫০ পৃষ্ঠা)

এছাড়া আর এক প্রকার শির্ক রয়েছে যা মানুষ অজান্তেই করে ফেলে। তাকে শির্কে খাফী বা গোপন শির্ক বলে। এ শির্ক থেকে বেঁচে

থাকার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هٰذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ وَابْنُ كَثِيْرٍ

আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একদিন খুৎবা দিয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা এ শির্ক থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা, এটা ক্ষুদ্র পিপিলিকার চাইতেও অধিক গোপন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৬৫১ পৃষ্ঠা)

মুশরিকের পরিণতি

যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে সেসব মুশরিকদের পরিণতির কয়েকটি অবস্থা ঃ

১। মহান আল্লাহ মুশরিকদের ক্ষমা করবেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا *

নিশ্চয়ই আল্লাহ যে তার সাথে শারীক করবে তাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শারীক করে সে সুদূর পথভ্রষ্টে পতিত হয়। (সূরা ঃ আন্-নিসা- ১১৬ আয়াত)

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا *

নিঃসন্দেহে আল্লাহ যে তার সাথে শারীক করে তাকে ক্ষমা করবেন

না। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শারীক করল সে যেন বড় অপবাদ আরোপ করল। (সূরা ঃ আন্-নিসা– ৪৮ আয়াত)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ لاتُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا إلاَّ حَلَّتْ لَها المَغفرةُ إنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهَا وَإِنْ شَاءَ غفرلها رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ وَابْنُ كَثِيْرٍ

২। জাবির বিন আবদিল্লাহ্ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য ক্ষমা বৈধ। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন।

(আবূ হাতিম, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلم قال : لا تَزَالُ المَغْفِرَةُ عَلَى العَبْدِ مَالَمْ يَقَعِ الحِجَابَ قِيْلَ : يَانَبِيَ اللهِ وما الحِجَابُ؟ قَالَ : اَلإِشْرَاكُ بِاللهِ رَوَاهُ أبويعلى وَابْنُ كَثِيْرٍ

জাবির বিন আবদিল্লাহ্ হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত হিজাব বা পর্দা পতিত না হয়। বলা হলো, হে আল্লাহর নাবী! হিজাব বা পর্দা কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শির্ক করা।

(মুসনাদে আবূ ইয়ালা, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

২। মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম ঃ

إِنَّه مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجنة ومَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ *

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শারীক করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ– ৭২ আয়াত)

عَنْ جَابِرٍقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শির্ক করার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৬৬ পৃষ্ঠা)

৩। মুশরিকদের সকল আমল বাতিল ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ *

যদি তারা শির্ক করত তাহলে তাদের আমল বাতিল হয়ে যেত।
(সূরা ঃ আল-আনআম– ৮৮ আয়াত)

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ *

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওয়াহী করা হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শারীক করেন তাহলে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।
(সূরা ঃ আয্-যুমার– ৬৫ আয়াত)

وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا *

আমি তাদের আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপ করে দিব। (সূরা ঃ ফুরকান– ২৩ আয়াত)

৪। মুশরিকদের পৃথিবীতে থাকার অধিকার নেই ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ *

অতএব মুশরিকদেরকে তোমরা যেখানে পাও হত্যা করো, তাদেরকে বন্দি করো এবং আটক করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁত পেতে বসে থাকো। (সূরা ঃ আত্-তাওবাহ্– ৫ আয়াত)

কুফর ও তার পরিণতি

কুফরের আভিধানিক অর্থ– আচ্ছাদন করা ও গোপন করা। আর শারীয়াতের পরিভাষায় ঈমানের বিপরীত বিষয়কে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দেয় তাকে কুফর বলে। কুফর দু'প্রকার।

১। **বড় কুফর** যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। অর্থাৎ সে মুসলিম থাকে না এবং সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয় আর চিরস্থায়ী জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

২। **ছোট কুফর** যা ইসলাম থেকে মানুষকে বের করে দেয় না ও আমলকে নষ্ট করে দেয় না তবে আমলে সওয়াবের ঘাটতি হবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

মহান আল্লাহ্ কুফরীর পরিণতি সম্পর্কে বলেন ঃ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا *

আর আমি কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। (সূরা ঃ আন্-নিসা– ১৫১ আয়াত)

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ *

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ্– ৫ আয়াত)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ *

যারা কাফির এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা জাহান্নামী। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ্– ১০ আয়াত)

মুনাফিকের পরিচয় ও পরিণাম

যার ভিতরের অবস্থা বাহ্যিক প্রকাশ্যের বিপরীত তাকে নিফাক বলে। যার মধ্যে নিফাক রয়েছে সে মুনাফিক। মুনাফিকের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ *

তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন নির্জনে তারা তাদের শাইতনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আসলে আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, আর আমরা তাদের সাথে ঠাট্টাই করি মাত্র। (সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ১৪ আয়াত)

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই দিকে এবং রসূলের দিকে আসো। তখন মুনাফিকদের দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্তত করছে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।
(সূরা ঃ আন্-নিসা– ৬১ আয়াত)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ *

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। আর তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ঃ আত্-তাওবাহ্– ৭৩ আয়াত)

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا *

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করবে। আর আপনি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।
(সূরা ঃ আন্-নিসা– ১৪৫ আয়াত)

وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ *

মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, ওটাই তাদের উপযুক্ত। তাদের উপর আল্লাহর লা'নাত এবং তাদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব রয়েছে। (সূরা ঃ আত্-তাওবাহ্- ৬৮ আয়াত)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার মাধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত স্বভাবগুলোর কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থেকে যায়- (১) তার কাছে কোন আমানত রাখলে সে তার খিয়ানাত করে; (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে; (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; (৪) ঝগড়া করলে গাল-মন্দ করে। (বুখারী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১০, মুসলিম ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৫৬)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

ইবনু উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ উম্মাতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার ভয় হয় যারা কথা বলে সুকৌশলে, আর কাজ করে যুলুমের সাথে। (বায়হাকী)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّوْنَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُوْنَ *

হুযাইফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের মুনাফিকের চাইতে আজের দিনের মুনাফিকরা অধিক নিকৃষ্ট। সে সময় মানুফিকরা গোপনে তৎপরতা চালাতো আর আজকের দিনে তারা প্রকাশ্যে তৎপরতা চালায়।

(বুখারী ২য় খণ্ড ১০৫৪ পৃষ্ঠা)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হুযাইফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নিফাক বা মুনাফিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল। আজকের দিনেও আছে, আর সেটা হল ঈমানের পরে কুফরী করা অর্থাৎ ঈমান প্রকাশ করে আল্লাহর দীনের বিরোধী কাজ করা। (বুখারী ২য় খণ্ড ১০৫৪ পৃষ্ঠা)

কিব্‌র বা গর্ব-অহঙ্কার

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ *

আর ভূ-পৃষ্ঠের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন আত্ম-অহঙ্কারী দাম্ভিক লোককে ভালবাসেন না। (সূরা ঃ লোকমান- ১৮ আয়াত)

إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ * إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ *

আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপই ব্যবহার করে থাকি, তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তখন তারা অহঙ্কারে ফেটে পড়ে। (সূরা ঃ আস্-সাফ্‌ফাত- ৩৪-৩৫ আয়াত)

فَادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ *

এখন যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো। সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে, বস্তুতঃ ওটা হচ্ছে অহঙ্কারীদের নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ঃ আন্-নাহাল- ২৯ আয়াত)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল ঃ কোন ব্যক্তি যদি পোষাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ

করেন। প্রকৃতপক্ষে অহঙ্কার হলো হাক বা সত্য হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা, আবূ দাঊদ ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

হারিছাহ বিন ওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অহঙ্কারী ও অহঙ্কারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৬৬১ পৃষ্ঠা)

عَنْ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ جـ٢، صـ ٨٩٧

হারিছাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসীদের সংবাদ দিবো না? প্রত্যেক বদমেজাজী, দাম্ভিক, অহঙ্কারী ব্যক্তিরা জাহান্নামী। (বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯৭ পৃষ্ঠা)

মুশরিকদের জন্য দু'আ করাও নাজায়িয

শির্ক এমনই মরাত্মক গুনাহ যে, শির্ককারীর জন্য আল্লাহর নিকট দু'আও করা যাবে না। যেমন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার অনুমতি পাননি। বরং মহান আল্লাহ স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন তাদের জন্য দু'আ করা যাবে না। আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْا أُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ *

নাবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য দু'আ করবে। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তরা জাহান্নামী। (সূরা ঃ আত্-তাওবাহ্- ১১৩ আয়াত)

শির্ক থেকে বাঁচার তাকীদ

শির্ক এমন জঘন্য অপরাধ যার জন্য জান্নাত হারাম। যার ছোট অপরাধ হলো কবিরা গুনাহ। তাই তা থেকে জীবন দিয়ে হলেও বাঁচতে হবে এবং সকল কিছুই আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ رَوَاهُ أَحْمَدُ

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শারীক কর না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং পুড়িয়ে মারা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সমস্ত প্রয়োজনে তার প্রভুর নিকট চায়, এমনকি লবণ হলেও চাবে, এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়েগেলেও তাঁর নিকট চাইবে। (তিরমিযী)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে মুশরিক

শির্ক এমন এক মহামারী পাপ যা সকল নাবীর উম্মাতের মধ্যে ছিল। তা শেষ নাবীর উম্মাতদেরকেও ছাড়বে না। যার বাস্তবতা অহরহ দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ *

অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সাথে সাথে তারা শির্কও করে। (সূরা ঃ ইউসুফ– ৬ আয়াত)

উম্মাতে মুহাম্মাদীদের থেকে কিছু লোক মিলেমিশে মুশরিকদের সাথে মূর্তিপূজা করবে। যার বাস্তবতাও দেখা যায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحِقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِىْ الْأَوْثَانَ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং কিছু গোত্র মূর্তি পূজা না করা পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

(আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৫৮৩, ৫৮৪ পৃষ্ঠা, বুরকানী, কিতাবুত তাওহীদ– ১০২ পৃষ্ঠা)

পীর-দরবেশ, ওলী-আওলিয়া এবং কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট দু'আ করার মাধ্যমে মুশরিক

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَيَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না ও অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি অন্যকে ডাক তাহলে তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ঃ ইউনুস- ১০৬ আয়াত)

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَتَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ *

অতএব আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকবেন না। ডাকলে আযাব প্রাপ্তদের অন্তর্ভু হয়ে যাবেন। (সূরা ঃ আশ্-শুয়ারা- ২১৩ আয়াত)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ *

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তু (কবর) কে ডাকে যে কিয়ামাত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? তারা তাদের ডাকা সম্পর্কে খবরও রাখে না। যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা (কবরবাসীরা) তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে।
(সূরা ঃ আল-আহকাফ- ৫-৬ আয়াত)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ * إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوْالَكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ

Contents

بِشِرْكِكُمْ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ *

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে (মাযারবাসীকে) ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের শির্কের কথা অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।

(সূরা ঃ ফাতির– ১৩-১৪ আয়াত)

মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَهُوَيَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে, আর এ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। **(বুখারী)**

ইলমে গায়িব দাবীর মাধ্যমে মুশরিক

ইলমে গায়িবের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ, কেউ যদি তা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ সে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী স্থাপন করেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لاَيَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ *

হে নাবী বলেদিন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সে গায়েরে খবর কেউ-ই জানে না। (সূরা ঃ আন্-নামাল- ৬৫ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ *

অদৃষ্ট জগতের চাবিগুলো (ভাণ্ডারগুলো) আল্লাহরই নিকট। তিনি ব্যতীত তা আর কেউ-ই জানে না। (সূরা ঃ আল-আনআম- ৫৯ আয়াত)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যে তোমাকে বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রভূকে দেখেছে সে কেবল মিথ্যাই বলেছে। আর যে বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন সেও কেবল মিথ্যই বলেছে।

(বুখারী ২য় খণ্ড ১০৯৮ পৃষ্ঠা)

কবরের নিকট সমাবেশ, উৎসব ও মেলায় পরিণত করার মাধ্যমে মুশরিক

কবরের চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা, কবরবাসীর নিকট অনুগ্রহ কামনা করা, উরস পালন করা, বাতি জালানো সবই ইবাদাতের নামান্তর যা স্পষ্ট শির্ক। যারা এগুলো করবে তারা মুশরিক। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِیْ مَرْثَدِ الْغَنَوِیِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَاتُصَلُّوا إِلَيْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُدَ

আবূ মারসাদ আল-গানাবী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবরে উপর বসো না এবং কবরের দিকে সলাত পড়ো না। (মুসলিম, আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৪৬০ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَاتَجْعَلُوا قَبْرِیْ عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَیَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِیْ حَيْثُ كُنْتُمْ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘড়সমূহকে (সলাত না পড়ে) কবরে পরিণত করো না এবং তোমরা আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না। তোমরা আমার প্রতি সলাত বা সালাম পড়ো। তোমরা যেথায় থাক তোমাদের সলাত বা সালাম আমার নিকট পৌঁছানো হবে। (আবূ দাউদ)

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اَللّٰهُمَّ! لَاتَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ تَعَالٰى عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ رَوَاهُ مَالِكٌ

আতা বিন ইয়াসার হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না, যার ইবাদাত (পূজা-অর্চণা) করা হবে। আল্লাহর কঠিন গযব ঐ সম্প্রদায়ের উপর যারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ তথায় ইবাদাত করে। (মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে আহমাদ)

Contents

দলে-দলে মাযহাবে-মাযহাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মুশরিক

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَاتَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ *

তোমরা সবাই আল্লাহ্ মুখী হয়ে যাও এবং তাঁকে ভয় করো, সলাত কায়িম করো এবং মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। আর মুশরিক তারাই যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত।

(সূরা ঃ আর্-রূম- ৩১-৩২ আয়াত)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত ও সম্পাদনা মারেফুল কুরআন থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হুবহু তুলে দেয়া হলো ঃ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ। وَلَاتَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কায়িম করতে হবে। কেননা নামায কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে وَلَاتَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ- যারা শির্ক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথ ভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে- مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا অর্থাৎ, এই মুশরিক তারা, যারা সভাব ধর্মে ও সত্য ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা সভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شِيَعًا শব্দটি شِيعَةٌ -এর বহু বচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারীদলকে شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, সভাব ধর্মছিল তাওহীদ। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরইএকে অবলম্বন করে এক জাতিতে একদল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা সাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মাযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে

পড়েছে। শাইতন তাদের নিজ নিজ মাযহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃতকরেদিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ অর্থাৎ– প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয় অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

(মারেফুল কুরআন– ১০৪৪-১০৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ আয্যাওয়া জাল্লা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ *

নিশ্চয় যারা স্বীয় দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েগেছে, তাদের সাথে (হে নাবী) আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পিত। (সূরা ঃ আল-আন'আম– ১৫৯ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِعَائِشَةَ يَاعَائِشَةُ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا هُمْ أَصْحَابُ الْبِدَعِ وَأَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ لَيْسَ لَهُمْ تَوْبَةٌ أَنَا مِنْهُمْ بَرِيْءٌ وَهُمْ مِنِّيْ بَرَاءٌ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ كَثِيْرٍ جـ٢، صـ٢٦٣.

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাহ (রাঃ)-কে বলেছেন ঃ হে আয়িশাহ! "যারা স্বীয় দীন বা মাযহাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে" তারা বিদ'আতী এবং প্রবৃত্তির অনুসারী। তাদের জন্য কোন তাওবাহ্ নেই, আমি আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তারাও আমার উপর না-খোশ।

(তাবরানী, ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ وَلَيْسُوْا مِنْكَ هُمْ

أَهْلُ الْبِدَعِ وَأَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَأَهْلُ الضَّلَالَةِ *

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় যারা স্বীয় দীন বা মাযহাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে (হে নাবী) আপনার কোন সম্পর্ক নেই আর তাদেরও আপনার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তারা বিদ'আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারী এবং পথভ্রষ্ট গোমরাহী সম্প্রদায়। (তাফসীরে জালালাইন ১২৮ পৃষ্ঠা ২২ নং টিকা)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فِيْ تَفْسِيْرِهِ هٰذِهِ الْآيَةِ «إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ.....» هُمْ أَهْلُ الضَّلَالَةِ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ - تَفْسِيْرُ جَلَالَيْنِ صـ١٢٨، جـ٢٢

নিশ্চয় যারা স্বীয় দীন বা মাযহাবকে ভেঙ্গে চৌচির করে দিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, আপনার সাথে (হে নাবী) তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পিত.....। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ তারা হলো এ উম্মাতের পথভ্রষ্ট গোমরাহী সম্প্রদায়। (তাফসীর জালা-লাইন ১২৮ পৃষ্ঠা ২২ নং টিকা)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا هٰكَذَا أَمَامَهُ فَقَالَ: هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِهِ سُبُلُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِيْ الْخَطِّ الْأَوْسَطِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ «وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসে ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সামনের দিকে একটি সরল রেখা আঁকলেন, অতঃপর বললেন ঃ এটাই আল্লাহর পথ। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরল রেখার ডানদিকে দু'টি ও বামদিকে দু'টি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলো হলো শাইতনের পথ। অতঃপর তিনি তাঁর হাতকে মধ্য রেখায় রেখে এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا ...... *

আল্লাহ বলেন ঃ এটাই আমার পথ, তোমরা এই পথেরই অনুসরণ করো এবং অন্য (ডানে ও বামের) পথসমূহের অনুসরণ করো না। যদি (ডানে ও বামে পথসমূহের অনুসরণ) করো। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে (মধ্য পথে থাকার) এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (ডানে ও বামের পথসমূহ হতে) বেঁচে থাকতে পারো।
(মুসনাদে আহমাদ, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, দারেমী ও তাফসীর ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ২৫৬ পৃঃ)

পীর-দরবেশ, অলী-আওলিয়ার কথা মানার মাধ্যমে মুশরিক

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُوْنَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ *

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ অতি সত্বর তোমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হবে, আমি বলছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আর তোমরা বলছ আবূ বাকর ও উমার বলেছেন। অতএব বুঝা গেল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার উপর কারও কথা মানা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء، قليلاً ماتذكرون *

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পসংখ্যক লোকই তা স্মরণ রাখো।

(সূরা ঃ আল-আ'রাফ ৩ আয়াত)

অতএব আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় বাদ দিয়ে পীর, অলীদের অনুকরণ করলে আল্লাহর সাথে শারীক করা হলো। আর যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে এবং তারা নিজেদেরকে প্রভু সাব্যস্ত করার মাধ্যমে মুশরিক হয়ে যাবে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

عن عدى بن حاتم أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم : يقرأ هذه الآية «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» الآية فقلت له إنالسنا نعبدهم قال : أليسوا يحرمون ماأحل الله فتحرمونه ويحلون ماحرم الله فتحلونه فقلت بلى! قال : فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذى وحسنه وفى أحمد قال عدى : فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال : بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم — ابن كثير جـ٢، صـ ٤٥٩

আদী বিন হাতিম হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ আয়াত পড়তে শুনলেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত তারা তাদের পীর-দরবেশদেরকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে।" (আদী বললেন) আমি তাঁকে বললাম, আমরাতো তাদের ইবাদাত করি না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম করে না? অতঃপর তোমরা তা হারাম বলে মেনে নাও। অপর দিকে আল্লাহ যা

হারাম করেছে তারা তা হালাল করে না? অতঃপর তোমরা তা হালাল বলে মেনে নাও। (আদী বললেন) অতঃপর আমি বললাম– হ্যাঁ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটাই তাদের ইবাদাত। অর্থাৎ এভাবেই তারা তাদেরকে প্রভূরূপে গ্রহণ করেছে। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ২য় খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা) মুসনাদে আহমাদের মধ্যে রয়েছে আদী বিন হাতিম বললেন, আমি বললাম, তারা তাদের ইবাদাত করে না। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তারা তাদের উপর হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল ফতওয়া দেয়। আর তাদের তারা অনুসরণ করে। অতএব এটাই তাদের জন্য তারা ইবাদাত করে। (ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৪৫৯ পৃষ্ঠা)

জাদু করার মাধ্যমে মুশরিক

যাদু বিদ্যা শিখে শাইতন মানুষকে ব্যবহার করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। কোন কোন সময় শাইতন যেসব কাজ পছন্দ করে সে সব কাজ সম্পাদন করে তার নৈকট্য লাভ করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শাইতন যেন যাদুকরের কাজ করে দেয় এবং তার উদ্দেশ্য হাসিলে সচেষ্ট হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ *

কিন্তু বহু সংখ্যক শাইতন কুফরী করেছিল এবং তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। (সূরা ঃ আল-বাকারা– ১০২ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ !

তারা ভাল করেই জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (সূরা ঃ আল-বাকারা– ১০২ আয়াত)

মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু হতে বেঁচে থাকবে তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে যাদু।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ...... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু হতে বেঁচে থাকবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শারীক করা এবং যাদু..... ।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৮৫৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; যে ব্যক্তি গিরা দিল অতঃপর তাতে ফুঁক দিল, সে যেন যাদুই করল। আর যে যাদু করল অবশ্যই সে শির্ক করলো অর্থাৎ মুশরিক হয়ে গেল। (নাসায়ী)

অসুখ, বালা-মুসীবতে তাবীজ-কবজ তাগা, বালা, ইত্যাদি ব্যবহার শির্ক

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ! أَفَرَأَيْتُمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللهُ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ *

বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করতে চান তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান তাহলে কি তারা সে অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (সূরা ঃ আয্-যুমার- ৩৮ আয়াত)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ *

আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট দিতে চান তাহলে কেউ তা দূর করতে পারবে না তিনি ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি তোমার কল্যাণ করতে চান তবে তার অনুগ্রহকে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। (সূরাঃ ইউনুস- ১০৭)

এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি হাদীস ঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللهِ! بَايَعْتَ تِسْعَةً أَمْسَكْتَ عَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ رواه أحمد

উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি দল আসলে তিনি তাদের থেকে ন'জনের বায়আত গ্রহণ করলেন এবং একজনের বায়আত গ্রহণ করলেন না। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন'জনের বায়আত নিলেন আর ব্যক্তির বায়আত নেয়া থেকে বিরত থাকলেন? নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার নিকট তাবীজ রয়েছে। অতঃপর লোকটি হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেলে দিল। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে বায়আত নিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবীজ লটকায় সে ব্যক্তি শির্ক করল। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى رَجُلًا فِيْ يَدِهِ حَلْقَةٌ مِّنْ صُفْرٍ فَقَالَ : مَاهٰذَا؟ قَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَاتَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا فَإِنَّكَ لَوْمُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَاأَفْلَحْتَ أَبَدًا *

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে একটি পিতলের বালা দেখলেন। অতঃপর বললেন, এটা কি? সে বলল, এটা দুর্বলতা রোগ থেকে মুক্তির জন্য রেখেছি। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা খুলে ফেল। কেননা ওটা তোমার দুর্বলতা আরো বাড়িয়ে দিবে। আর যদি তুমি ওটা রাখাবস্থায় মৃত্যুবরণ কর তাহলে তুমি কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ জান্নাতে যেতে পারবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِيْ يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمّٰى فَقَطَعَهُ وَتَلَا قَوْلَهُ «وَمَايُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ *

হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি একজন লোককে দেখলেন তার হাতে জ্বরের কারণে তাগা রয়েছে। অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা খুলে ফেললেন, এবং আল্লাহর এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং শির্কও করে থাকে"।

(ইবনু আবূ হাতিম, কিতাবুত তাওহীদ ৩৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ এবং যাদুটোনা করা শির্ক। (আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৫৪২ পৃষ্ঠা, আহমাদ)

তাবার্‌রুক হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া তাওয়াফ করা শির্ক

عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ وَلِلْمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُوْنَ عِنْدَهَا وَيَنُوْطُوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى «اِجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ» لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হুনাইনে যাচ্ছিলাম আর আমরা তখন নতুন মুসলমান ছিলাম। মুশরিকদের জন্য একটি বড়ইগাছ ছিল। তারা গাছটির নিকট অবস্থান করতো এবং তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। তাকে যাতে আনওয়াত বলা হত। আমরা একটি বড়ই গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত বানিয়ে দিন যেমনভাবে তাদের জন্য যাতে আনওয়াত রয়েছে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহু আকবার ঐসত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এটা এমন একটি নীতি যা তোমরা বললে যেমন বলেছিল বাণী ইসরাঈলরা মূসা (আঃ)-কে– "আমাদের জন্য আপনি ইলাহ বা মা'বূদ বানিয়ে দিন যেমন তাদের মা'বূদ রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা বড়ই নির্বোধ সম্প্রদায়"। তোমরা এমন নীতির অনুকরণ করবে যে নীতির উপর তোমাদের পূর্ববর্তীরা ছিল।

(তিরমিযী ২য় খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা, আহমাদ, মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক, ইবনু জারীর, ইবনু মুনযির, ইবনু আবী হাতিম, তাবরানী)

কবর-মাযার ও দরগায় দান বা ভোগ দেয়ার মাধ্যমে মুশরিক

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ قَالُوْا : وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : مَرَّ رَجُلَانِ عَلٰى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَايُجَاوِزُهُ رَجُلٌ حَتّٰى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا : لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْئٌ أُقَرِّبُ، قَالُوْا: لَهُ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ وَقَالُوْا : لِلْآخَرِ قَرِّبْ، فَقَالَ : مَاكُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ* رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ كِتَابِ الزُّهْدِ

তরীক বিন শিহাব হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি মাছির কারণে একব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটি মাছির কারণেই এক ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা কিভাবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'ব্যক্তি এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের একটি মূর্তি ছিল, সে মূর্তিকে কিছু না দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। অতঃপর তারা (মাযারের খাদেমরা) দু'জনের একজনকে বলল, কিছু দিয়ে যাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই যা আমি পেশ করব। তারা তাকে বলল ঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। অতঃপর সে একটি মাছি দান করল; আর তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। তারা (মাযারের খাদেমরা) দ্বিতীয় জনকে বলল ঃ কিছু দিয়ে যাও। লোকটি বলল, আমি মহান আল্লাহ ব্যতীত কাউকে কিছু দান করি না। তারা লোকটিকে হত্যা করলো। অতঃপর লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল। **(মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুত তাওহীদ ৫২ পৃষ্ঠা)**

কবর পাকা বা গম্বুজ তৈরী করা, কবরে লেখা এবং বাতি জ্বালানো হারাম

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম অর্থাৎ– পাকা করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

(মুসলিম ১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৪৬০ পৃষ্ঠা)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম বা পাকা করতে এবং তাতে লিখতে [নেমপ্লেট বা নামকরণ করতে] নিষেধ করেছেন।

(আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৪৬০ পৃষ্ঠা তিরমিযী)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ : أُولٰئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ فَهٰؤُلَاءِ جَمَعُوْا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। যা তিনি হাবাসাহ (আবিসিনিয়ায়) দেখেছেন। আর ঐ গির্জার মধ্যে অনেকগুলো ছবি রয়েছে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরা ঐ সমস্ত লোক যখন তাদের মধ্যে কোন সৎ

ব্যক্তি বা সৎ বান্দা মারা যায় তখন তারা তার কবরের উপর মাসজিদ (ইবাদাতখানা) বানিয়ে নেয় এবং তাতে এ ছবিগুলো তারা তৈরী করে। আল্লাহর নিকট এরাই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি জীব। এরা দু'টি ফিতনার মধ্যে একত্র হয়েছে। কবরের ফিৎনাহ এবং মূর্তির ফিতনাহ।(বুখারী, মুসলিম)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারাতকারিণী মহিলাদেরকে এবং যারা কবরকে মাসজিদে পরিণত করে (অর্থাৎ কবরে যারা সলাত পড়ে) আর যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদেরকে লা'নাত করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৪৬১ পৃষ্ঠা, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)

আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য করা শির্ক

জাহমিয়াহ ও শীয়াহ সম্প্রদায়ের একটি অংশ যারা মনে করে আল্লাহ স্বশরীরে সর্বত্র বিরাজমান এবং তাঁর আকার নেই, নিরাকার। আবার এক সম্প্রদায় রয়েছে যারা মনে করে আল্লাহর মানুষের মতই সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ রয়েছে। এভাবে আল্লাহকে সবত্র বিরাজমান, নিরাকার ও মানুষের মতই বিশ্বাস করা কুফরী ও শির্ক। যারা এটা বলবে ও মেনে নিবে তারা কাফির ও মুশরিক। আমরা আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি আসমানে। এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে তারা বলে, আল্লাহ মানুষের অন্তরে বিদ্যমান এবং এক শ্রেণী রয়েছে যারা বলে আল্লাহ সবত্র বিদ্যমান। মানুষের অন্তরে আল্লাহ থাকলে একজন মানুষের অন্তরে একজন আল্লাহ স্বীকার করলে বহু আল্লাহর স্বীকৃতি প্রদান

হয়, আর এটা শির্ক। অপর দিকে আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বাস করলে আল্লাহকে অপবিত্র মানা হয়। কেননা, পৃথিবীর সকল স্থানই পবিত্র নয়। যে স্থান অপবিত্র সে স্থানে আল্লাহ থাকলে তাঁর মহত্ব থাকে না তাই তিনি সবত্র নয়। বরং তাঁর ক্ষমতা ও ইলম সবত্র রয়েছে। মহান আল্লাহ আসমানে আরশের উপর রয়েছেন। কুরআন মাজীদে তিনি বলেন ঃ

ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ *

তোমরা কি ঐ আল্লাহ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ যিনি আসমানে রয়েছেন? তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে ধ্বসিয়ে দিবেন। অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। না তোমরা ঐ আল্লাহ থেকে নিরাপদ হয়েগেছ যিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি তোমদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।

(সূরা ঃ মূলক– ১৬-১৭ আয়াত)

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ *

তিনি পরম দয়াময় আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন।

(সূরা ঃ ত্বহা– ৫ আয়াত)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর বাংলা মাআরেফুল কুরআনে যা দেয়া হয়েছে তা হুবহু তুলে দেয়া হলো ঃ

اِسْتِوَاءٌ عَلَى الْعَرْشِ – عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى *

অর্থাৎ– আরশর উপর সমাসীন হওয়া।

এসম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের উক্তি হচ্ছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা مُتَشَبِّهَاتٌ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

(মাআরেফুল কুরআন– ৮৪৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন ঃ

الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة *

ইসতাওয়া বা সমাসীন হওয়ার কথা জ্ঞাত, অবস্থা বা স্বরূপ অজ্ঞাত, সমাসীনের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এসম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।

(দারেমী ৩৩ পৃষ্ঠা)

عن معاوية بن الحكم رضى الله عنه قال ..... قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جارية ترعى غنما لى قبل أحد والجوانية إذا طلعت فإذا الذئب قد ذهب بشاة وأنا رجل من بنى آدم أسف كما يأسفون صككتها صكة فعظم على النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : ألا أعتقها؟ فقال : ائتنى بها فجئت بها فقال : أين الله؟ قالت : فى السماء، قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله، قال : أعتقها فإنها مؤمنة * رواه البخارى فى جزء القراءة

মুয়াবিয়াহ্ বিন হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ......আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম ঃ একটি দাসী উহুদ ও জাওয়ানিয়ার পাশ্বে আমার বকরী চড়াত। হঠাৎ করে বাঘ এসে একটি বকরী নিয়ে চলে গেল। আর আমি বানী আদমের একজন আফসোসকারী ব্যক্তি, যেমন তারা আফসুস করে। আমি দাসীকে একটি চড় মারলাম। আর এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বড় অপরাধ বলে গণ্য হলো। অতঃপর আমি বললাম ঃ তবে কি আমি তাকে আযাদ করে দিব? তিনি বললেন, তাকে নিয়ে আস। আমি তাকে নিয়ে আসলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে বললেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে আযাদ করে দাও। কেননা সে মু'মিনাহ্।

(বুখারীর জুযউল কিরাআত)

আল্লাহর হাত

কেউ যদি বলে, আল্লাহর হাত নেই তাহলে কুফরী হবে। আবার কেউ যদি বলে, আল্লাহর হাত আছে তা আমাদের হাতের মত। এমনিভাবে কেউ যদি বলে আল্লাহর কুদরতী হাত আছে অর্থাৎ মৌলিক হাত নেই। তাহলে শির্ক হবে। কুদরত হল مَوْصُوْفٌ বা বিশেষ্য, তার বিশেষণ অবশ্যই থাকতে হবে। কোন বিশেষ্য ছাড়া বিশেষণ হয় না। তাই কুদরতী হাত হলে মৌলিক হাতও থাকতে হবে। অতএব আল্লাহর মৌলিক হাত রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ *

বরকতময় ঐ সত্ত্বা যাঁর হাতে রাজত্ব তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা ঃ মূলক ১ আয়াত)

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ *

আল্লাহর দু'হাত তো উদার ও উন্মুক্ত। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা খরচ করেন। (সূরা ঃ আল-মায়িদা- ৬৪ আয়াত)

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ *

তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বুঝেনি। কিয়ামাতের দিন পুরো পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ বাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর তারা যা শারীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (সূরা ঃ আয্-যুমার- ৬৭ আয়াত)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ حِبْرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ! إِنَّا نَجِدُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَجْعَلُ السَّمٰوَاتِ عَلٰى أُصْبَعٍ وَالْأَرْضِيْنَ عَلٰى أُصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلٰى أُصْبَعٍ

وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلٰى أَصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى أَصْبَعٍ فَيَقُوْلُ : أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحِبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ পাদ্রীদের একজন পাদ্রী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা পাই যে, আল্লাহ (কিয়ামাত দিবসে) আসমানসমূহ এক আঙ্গুলের উপর, যমীনসমূহ এক আঙ্গুলের উপর, গাছসমূহ এক আঙ্গুলের উপর, পানী-কাদা এক আঙ্গুলের উপর এবং সমস্ত সৃষ্টি এক আঙ্গুলের উপর করে বলবেন, আমি বাদশাহ। একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাদ্রীর কথাকে সত্যায়িত করার জন্য হেঁসে দিলেন। এমনকি তাঁর নাওয়াজেয দাঁত প্রকাশ পেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ আয়াত) পাঠ করলেন– "তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বুঝেনি। কিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী তার হাতের মুঠোতে থাকবে।"

(বুখারী ২য় খণ্ড ৭১১ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২য় খণ্ড ৩৭০ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর পা

আল্লাহর মৌলিক পা রয়েছে। কেউ যদি বলে, আল্লাহর পা নেই তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। আবার যদি কেউ বলে আল্লাহর পা মানুষের বা সৃষ্টির পায়ের মত তাহলে সে শির্ক করবে। আল্লাহর পা তাঁর শান মোতাবেক রয়েছে, তার স্বরূপ বা অবস্থা আমাদের জানা নেই।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُلْقٰى فِي النَّارِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ : قَطْ قَطْ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَتَقُوْلُ : هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهُ عَلَيْهَا

فَتَقُوْلُ : قَطْ قَطْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ كَثِيْرٍ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে পাপীদের নিক্ষেপ করা হবে আর জাহান্নাম বলবে আরও এর থেকে বেশী আছে কি? তিনি তাঁর পা জাহান্নামের মধ্যে রাখবেন। অতঃপর জাহান্নাম বলবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। অপর বর্ণনায় আছে, জাহান্নাম বলবে আরও অতিরিক্ত আছে কি? অতঃপর বরকতময় মহান রাব্ব (আল্লাহ) তাঁর পা জাহান্নামের উপর রাখবেন। অতঃপর জাহান্নাম বলবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৭১৯ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ২৮৯-২৯০ পৃষ্ঠা)

মহান রব্বুল 'আলামীনের যেরূপ পা রয়েছে তদরূপ তাঁর পায়ের পিণ্ডলীও রয়েছে, মহান রব্বুল 'আলামীন সূরা আল-ক্বালামে বলেন ঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ *

যেদিন পায়ের গোছা বা পিণ্ডলী প্রকাশ করা হবে, সেদিন তাদেরকে সাজদাহ্ করতে আহ্বান করা হবে, অতঃপর তারা সাজদাহ্ করতে সক্ষম হবে না। (সূরা ঃ আল-ক্বালাম– ৪২ আয়াত)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِيْ الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ كَثِيْرٍ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে থেকে শুনেছি ঃ আমাদের প্রভূ তাঁর পায়ের গোছা বা পিণ্ডলী প্রকাশ করবেন। অতঃপর তাঁর জন্য সকল মু'মিন, মু'মিনাহ্ সাজদাহ্ করবে এবং বাকী থাকবে ঐ সমস্ত লোক যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো সাজদাহ্ করতো। তারা সাজদাহ্ করতে যাবে অতঃপর তাদের পিঠ এক তাবকা বা বরাবর হয়ে যাবে।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৭৩১ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৫২৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর চক্ষু

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير *

আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়ার কোন চোখ দেখতে পারে না বরং তিনিই সমস্ত চোখকে দেখতে পারেন। তিনি অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (সূরা ঃ আল-আনআম- ১০৩ আয়াত)

وهوالسميع البصير *

তিনি সব কিছু শুনেন ও দেখেন। (সূরা ঃ শুরা- ১১ আয়াত)

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا *

আমার চোখের সামনে আমার ওয়াহী বা নির্দেশ অনুযায়ী তুমি নৌকা তৈরী কর। (সূরা ঃ হুদ- ৩৭ আয়াত)

عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور *

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রভূ অন্ধ নন।

(বুখারী ২য় খণ্ড ১০৫৫-১০৫৬ পৃষ্ঠা, মুসলিম)

আল্লাহর চেহারা

ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام *

কেবলমাত্র তোমার রাব্বের মহিয়ান ও গরিয়ান চেহরাই অবশিষ্ট থাকবে। (সূরা ঃ আর্-রহমান- ২৭ আয়াত)

كل شيئ هالك إلا وجهه *

আল্লাহর চেহারা বা সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হবে।

(সূরা ঃ আল-কাসাস ৮৮ আয়াত)

ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله *

পূর্ব ও পশ্চিম-এর মালিক আল্লাহ, তোমরা যেদিকেই তোমাদের মুখমণ্ডল ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা থাকবে।

(সূরা ঃ আল-বাক্বারা– ১১৫ আয়াত)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ « قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ « أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ » قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

জাবির বিন আবদিল্লাহ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "বল, সেই আল্লাহ ক্ষমতা রাখেন তোমাদের উপর আযাব নাযিল করার তোমাদের উর্ধ্ব দিক হতে" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমার চেহারার আশ্রয় চাই। "অথবা তোমাদের পায়ের নীচের দিক হতে" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার চেহারার আশ্রয় চাই।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৬৬৬ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর আকৃতি

মহান আল্লাহর আকৃতি বা আকার রয়েছে। যা আমরা ইতিপূর্বে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেছি। কিন্তু তাঁর আকার কেমন, কি অবস্থায় তিনি আছেন, তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেমন, এটা তিনি আমাদেরকে বলে দেননি। তাই আমাদের বিশ্বাস তাঁর অবস্থান, আকৃতি, অঙ্গ-প্রতঙ্গ তাঁর শান অনুযায়ী হবে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ *

কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নেই, তিনি সবকিছুই শুনেন এবং দেখেন।

(সূরা ঃ আশ্-শুরা– ১১ আয়াত)

আল্লাহর আকার সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ

وَلَهُ وَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَاللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْاٰنِ : فَمَا ذَكَرَاللهُ تَعَالَى فِىْ الْقُرْاٰنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُوَّتُهُ أَوْنِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْإِعْتِزَالِ

আল্লাহর মুখমণ্ডল ও দেহ আছে যেমন মহান আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহর চেহারা, হাত, দেহের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা আল্লাহর দৈহিক বৈশিষ্ট। আমরা তাঁর ঐ সকল অঙ্গের বিষদ বিবরণ অবগত নই। কেউ যেন আল্লাহর হাতকে কুদরতী হাত বা তাঁর নেয়ামাত না বলে। কেননা তাতে তার সিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়। আর যারা কুদরতী হাত বলে তারা কাদরিয়াহ ও মু'তাযিলাহ সম্প্রদায়ের লোক।

(ইমাম আবূ হানীফার ফিকহুল আকবার মোল্লাহ আলী কারী হানাফীর শরাহসহ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ বৈরুত ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

তগুতের অনুকরণ করা শির্ক ও কুফরী

তগুত শব্দের অর্থ ব্যাপক ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যে কোন ব্যক্তির ইবাদাত করা হয় আর সে তার ইবাদাতে সন্তুষ্ট থাকে তাকেই তগুত বলা হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক অনুসৃত অথবা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য ছাড়া যার আনুগত্য করা হয় তাদেরকেও তগুত বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ *

আমি প্রত্যেক উম্মাতের (জাতির) মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। যেন তাঁরা আল্লাহর ইবাদাত করে এবং তগুত থেকে বেঁচে থাকে।

(সূরা ঃ আন্-নাহাল- ৩৬ আয়াত)

তগুত অনেক প্রকারের আছে, তার থেকে প্রধান পাঁচ প্রকার উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম প্রকার তগুত ঃ ইবলিশ; সে আল্লাহ্ ব্যতীত নিজের এবং অন্যের দিকে ইবাদাতের আহ্বান করে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِيْ آدَمَ أَنْ لاَّتَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ *

وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ، هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ *

হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতনের ইবাদাত করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর তোমরা আমার ইবাদাত করো। এটাই হলো সরল পথ।

(সূরা ঃ ইয়াসীন ৬০-৬১ আয়াত)

দ্বিতীয় প্রকার তগুত ঃ অত্যাচারী শাসক; যে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে দেয় এবং মানুষের তৈরী শাসনতন্ত্র কায়িম করে যেমন কেউ যদি বলে ঃ

مَنْ غَرَقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِيْ الْبَحْرِ فَلاَ قِصَاصَ *

কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশু অথবা কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে সাগরে ডুবিয়ে মেরে ফেলে তাহলে তার কোন কিসাস নেই। (হেদায়া ৪র্থ খণ্ড ৫৬৩ পৃষ্ঠা)

Contents

অথচ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى *

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি হত্যার ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ ফরয করা হয়েছে। (সূরা ঃ আল-বাকারা ১৭৮ আয়াত)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

হে জ্ঞানীগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সতর্ক থাকতে পারো। (সূরা ঃ আল-বাকারা ১৭৯ আয়াত)

এদের এ ধরনের পরিবর্তিত ফয়সালার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا *

(হে নাবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি? যারা মনে করে যে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে। অথচ তারা তগুতের নিকট বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে তগুতকে অস্বীকার করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শাইতন তাদেরকে সুদূর প্রসারী পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরা ঃ আন্-নিসা- ৬০ অয়াত)

অথচ মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا *

অতএব, তোমার প্রতিপালকের শপথ! সে লোক ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিবে। (সূরা ঃ আন্-নিসা- ৬৫ আয়াত)

তৃতীয় প্রকার তগুত : আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত যে শাসক বা নেতাগণ অন্য বিধান কায়িম করে। যেমন রায়, কিয়াস, কারও ফাতাওয়া, ওলিদের কথা, পীর মাশায়েখদের কথা মানা সংসদে মনগড়া আইন পাশ করে সমাজে চাপিয়ে দেয়া এবং বি-জাতিও সংবিধান মানা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ *

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (সূরা : আল-মায়িদা– ৪৪ আয়াত)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ *

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না, তারাই যালিম। (সূরা : আল-মায়িদা– ৪৪ আয়াত)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক। (সূরা : আল-মায়িদা– ৪৪ আয়াত)

চতুর্থ প্রকার তগুত : ইলমে গায়িব দাবী করা।

মহান আল্লাহ বলেন :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ *

আর অদৃশ্যের চাবী (আল্লাহরই) তাঁরই নিকটে রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও সমূদ্র ভাগে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজানতে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা : আল-আনআম– ৫৯ আয়াত)

পঞ্চম প্রকার তগুত ঃ আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করা হয়; যে উপাসনায়ে সে সন্তুষ্ট, রাযী থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ *

তাদের মধ্যে যে বলবে, তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত আমি উপাস্য। এ কারণেই আমি তাকে প্রতিফল দিব জাহান্নাম। এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা ঃ আম্বিয়া– ২৯ আয়াত)

ওয়াসীলাহ্ ও পীর ধরা

এক ধরনের ভ্রান্ত লোকেরা বলে, পীর ধরা ফরয। যার পীর নেই তার পীর শাইতন। অথচ কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ এমনকি ইমামদের অভিমতসহ কোথাও পীরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি বিষয় ফরয হতে হলে কুরআন হাদীসের দ্বারাই হতে হবে। নচেৎ নতুন ফরয আবিষ্কার করলে আল্লাহর সাথে শারীক করা হবে। কারণ ফরয করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। তারা কুরআনের আয়াতের ওয়াসীলাহ্ শব্দকে পীর অর্থ করে। অতএব আমরা ওয়াসীলাহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো; তার নিকট ওয়াসীলাহ্ অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা ঃ আল-মায়িদা– ৩৫ আয়াত)

রইসুল মুফাস্সিরীন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ওয়াসীলাহ্ শব্দের অর্থ করেছেন الْقُرْبَةُ অর্থাৎ নৈকট্য এবং কাতাদা (রাঃ) বলেন ঃ

الْوَسِيلَةُ أَيْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ *

আল-ওয়াসীলাহ্ অর্থাৎ– তোমরা আনুগত্য দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন কর এবং এমন 'আমাল দ্বারা নৈকট্য অর্জন করো যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।
(তাফসীর ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা)

সহীহ্ হাদীসে ওয়াসীলার কথা বলা হয়েছে যে, ওয়াসীলাহ্ হল জান্নাতের সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং সম্মানিত স্থান; যার একমাত্র অধিকারী হবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইতো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا : مِثْلَ مَايَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَاتَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ كَثِيْرٍ جـ٢، صـ٧٤.

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন মুয়াযযিন আযান দেয় তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বলো। অতঃপর আমার প্রতি সলাত-সালাম পাঠ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার সলাত-সালাম পাঠ করে আল্লাহ তাঁর উপর দশবার অনুগ্রহ করেন। অতঃপর আমার জন্য ওয়াসীলাহ চাও।

কেননা, ওয়াসীলাহ জান্নাতের একটি (সম্মানিত) স্থান। সেটা আল্লাহর একজন বান্দা ব্যতীত কেউই পাবে না। আমি আশা করি আমিই সে ব্যক্তি হব। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলাহ চাবে তার জন্য শাফাআত বৈধ বা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৭৪ পৃষ্ঠা)

ওয়াসীলাহ দু'প্রকার (১) تَوَسُّلٌ شَرْعِيٌّ বা শারীয়াত সম্মত ওয়াসীলাহ (২) تَوَسُّلٌ بِدْعِيٌّ বিদ'আতী বা শারীয়াত বিরোধী ওয়াসিলাহ। আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে আমরা শারীয়াত সম্মত ওয়াসীলাহকে তিন প্রকারে পাই।

প্রথম প্রকার ঃ اَلتَّوَسُّلُ إِلَى اللّٰهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দ্বারা তার নিকট ওয়াসীলাহ চাওয়া। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا *

আল্লাহর অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর ওয়াসীলায় তাঁকে আহ্বান করো। **(সূরা ঃ আল-আ'রাফ– ১৮০ আয়াত)**

জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিখারার দু'য়ায় বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞানের ওয়াসীলায় আমি তোমার নিকট কল্যাণ চাই এবং তোমার কুদরাত বা ক্ষমতার ওয়াসীলায় তোমার নিকট ক্ষমতা চাই এবং তোমার নিকট তোমার সুমহান অনুগ্রহ চাই। **(বুখারী ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)**

২য় প্রকার ঃ اَلتَّوَسُّلُ إِلَى اللّٰهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ আল্লাহর নিকট সৎ 'আমালের মাধ্যমে ওয়াসীলাহ চাওয়া।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দু'আ শিক্ষা দিয়ে বলেন ঃ

رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চিতরূপে আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করো। **(সূরা ঃ আলু-ইমরান– ১৬ আয়াত)**

এখানে ঈমান আনার ওয়াসীলায় ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। হাদীসের মধ্যে তিন ব্যক্তি তাদের 'আমালের ওয়াসীলাহ চেয়ে বিপদ মুক্ত হওয়ার দু'আ করে ছিলেন আর সে দু'আ কবূল হয়েছিল। হাদীসটি হলো ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ

فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوا : إِنَّه لاَيُنْجِيكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ! كَانَ لِيْ أَبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَأَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً فَنَأَىٰ بِيْ طَلَبُ شَيْئٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَمَلْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهَا أَهْلاً وَمَالاً فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا أَللّٰهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ! كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَلٰى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِيْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهٖ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ أَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ! اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهٗ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهٗ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ : يَاعَبْدَ اللّٰهِ! أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِيْ فَقُلْتُ لَهٗ كُلُّ مَاتَرٰى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ

وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ : يَاعَبْدَ اللهِ لَاتَسْتَهْزِئُ بِيْ فَقُلْتُ إِنِّيْ لَاأَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ! فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি (পথ) চলতে চলতে রাত কাটানোর জন্য একটি গুহায় প্রবেশ করে আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে একখণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পর বলল, তোমাদের সৎ কার্যাবলীর ওয়াসীলাহ দিয়ে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। তখন তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার বাবা-মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাঁদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের খোঁজে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি (পশুপাল নিয়ে) ফিরতে পারলাম না। আমি (তাড়াতাড়ি) তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে নিদ্রিত পেলাম। আর তাঁদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটা আমি অপছন্দ করলাম। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোর হল। তখন তাঁরা জাগলেন এবং দুধপান করলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পরেছি তা আমাদের থেকে দূর কর। তখন পাথরটি সামান্য সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল। লোকদের থেকে সে আমার অধিক প্রিয় ছিল। আমি তাকে সম্ভোগ করতে চাইলাম। কিন্তু সে

আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে (খাদ্যাভাবে সাহায্যের জন্য) আমার নিকট এল। আমি তাকে একশ বিশ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এশর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে নির্জন-বাস করবে। সে তা মনযুর করল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না। (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তুমি আমার সতীচ্ছেদ করতে পার না)। ফলে মানুষের মধ্যে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সহবাস করা পাপ মনে করে তার কাছ থেকে সরে পরলাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তা ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এটা তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে (তার ওয়াসীলায়) আমরা যে বিপদে পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (আরও একটু) সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিলো না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মযুর নিযুক্ত করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মযুরীও দিয়েছিলাম।

কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মযুরীর টাকা কাজে খাটালাম। তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আমাকে আমার মযুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তার সবটাই তোমার মযুরী। একথা শুনে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই ঠাট্টা করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। তার থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা করে থাকি। তবে তার ওয়াসীলায় যে বিপদে আমরা পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (সম্পূর্ণ) সরে গেল এবং তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

(বুখারী ১ম খণ্ড ৩০৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২য় খণ্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা, সহীহ্ আল বুখারী ২য় খণ্ড আধুনিক প্রকাশনী ২১১১ নং হাদীস)

তৃতীয় প্রকার ঃ اَلتَّوَسُّلُ إِلَى اللّٰهِ بِدُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ বা আল্লাহর নিকট সৎ ব্যক্তিদের দু'আর মাধ্যমে ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ : فَيُسْقَوْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) অনাবৃষ্টির সময়ে আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের দুয়ার ওয়াসীলাহ্ দ্বারা বৃষ্টি চাইতেন এবং বলতেন ঃ হে আল্লাহ আমরা পূর্বে আপনার নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুয়ার ওয়াসীলাহ বানাতাম আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকতেন। এখন আমরা তোমার নিকটে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার দু'আর ওয়াসীলাহ্ করলাম আপনি বৃষ্টি দিন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ হতো। (বুখারী ১ম খণ্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা)

হাদীসের মধ্যে যে সৎ ব্যক্তিদের ওয়াসীলার কথা পাওয়া যায় তা সবই দু'আর ব্যাপারে। আর তা হলো জীবিত ব্যক্তির মাধ্যমে।

اَلتَّوَسُّلُ الْبِدْعِيُّ বা বিদ'আতী ওয়াসীলাহ্ ঃ যেমন, পীরধরা, কবরের ব্যক্তির নিকট ওয়াসীলাহ্ বানানো ইত্যাদি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না। এর কোন অস্তিত্ব কুরআন হাদীসে নেই। বিধায় এটা বিদ'আত। আর বিদ'আতীর ফরয, নফল কোন 'আমাল আল্লাহর দরবারে কবূল হয় না। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَايُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَاصَرْفٌ*

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন (বিদ'আত) কাজ করল অথবা কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করল। তার উপর আল্লাহ লা'নাত, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লা'নাত অপরিহার্য হয়ে যায়। তার কোন ফরয ও নফল ইবাদাত কবূল করা হবে না। (বুখারী ১ম খণ্ড ৪৫১ পৃষ্ঠা)

এরূপভাবে যদি পীর ধরাকে ওয়াসীলাহ ধরার অর্থ করে ফরয দাবী করা হয়, তাহলে তা শির্ক হবে। কারণ ফরয করার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহরই অধিকার। কেউ ফরযের দাবী করলে যা আল্লাহ করেননি তাঁর অংশীদারিত্ব করা হবে। কেউ যদি বলে পীর সাহেব আখিরাতের উকলি হবে এবং ওকালতী করে মুরিদদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন, তাহলে এরূপ দাবী সম্পূর্ণই মিথ্যা হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ إِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا * إِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ، وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا *

হে নাবী! আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোন অপকার এবং উপকার বা সুপথে আনয়ন করার কোনই ক্ষমতা রাখি না। হে নাবী! আপনি বলে দিন কোন ব্যক্তিই আমাকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি তাঁর নিকট ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় স্থানও পাব না, কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। (সূরা ঃ জ্বিন– ২১-২৩ আয়াত)

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদীসের ভাষায় তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

إِنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ سَلِيْنِيْ مَاشِئْتِ مِنْ مَّالِيْ فَإِنِّيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হে ফাতিমা! তোমার প্রাণকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর এবং আমার নিকট আমার মাল-সম্পদ হতে যত প্রয়োজন চেয়ে লও। আল্লাহর নিকট তোমার জন্য আমি কোন কাজেই আসব না। (বুখারী, মুসলিম ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল পীরদের ওকালতীর দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা, কিয়ামতের দিবসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না। তিনি নিজের মেয়েকে পর্যন্ত কোন উপকার করতে পারবেন না। অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দিবেন। কিন্তু পীরদের নিজের অবস্থাই নাজুক থাকবে। তাদের কিছুই করার থাকবে না। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার ফিতনাই থেকে রক্ষা করুন– আমীন।

তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ, পূর্ববর্তীদের দোহাই বাপদাদার দোহাই দেয়া মুশরিকরে নীতি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ *

এমনিভাবে তোমার পূর্বে আমি যেখানেই কোন ভয় প্রদর্শনকারী নাবী পাঠিয়েছি, সেখানকার গণ্যমান্য মাতব্বর শ্রেণীর লোকেরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একই দলভুক্ত পেয়েছি। অতএব, আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবো। এর জওয়াবে নাবীগণ যখন বলতেন আমরা কি তোমাদের নিকট তোমাদের বাপ-দাদার চাইতে শ্রেষ্ঠ হিদায়াত নিয়ে আসিনি? তখন তারা বলে দিতো তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অস্বীকার করছি (মানিনা)। (সূরা ঃ যুখরুফ– ২৩-২৪ আয়াত)

মূসা (আঃ) যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ফিরআউনের কওমের নিকট গিয়েছিলেন তখন ফিরআউন ও তার মুশরিক সম্প্রদায় বলেছিল ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ *

মূসা (আঃ) যখন স্পষ্ট দলীল ও আয়াতসমূহ নিয়ে তাদের নিকট গেলেন তখন তারা বললো, এটা তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিনি।
(সূরা ঃ কাসাস– ৩৬ আয়াত)

নমরূদ ও তার মুশরিক বাহিনীও বলেছিল ঃ

قَالُوا : بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ *

তারা বললো ঃ বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। (সূরা ঃ আশ-শুয়ারা– ৭৪ আয়াত)

মক্কার কাফির, মুশরিকরাও পূর্ববর্তীদের দোহাই দিয়ে বলেছিল–

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ *

বরং তারা বলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষ বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরাও তাদের পদাংক অনুকরণ করে পথপ্রাপ্ত। (সূরা ঃ যুখরুফ– ২২ আয়াত)

কাফির মুশরিকদেরকে আল্লাহর পথে কুরআনের দিকে ডাকলে তারা বলে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তাঁর অনুকরণ করো। তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা তো সে বিষয়েরই অনুকরণ করব যে বিষয়ে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখে না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্তও নয়। (সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ১৭০ আয়াত)

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অর্থাৎ, কুরআন হাদীসের দিকে ডাকলে মুশরিক, কাফির, বিদ'আতীদের নীতি হচ্ছে তারা বলবে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে (কুরআনের) পথে এবং রসূলের (হাদীসের) পথে আস। তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান রাখে না এবং হিদায়াত প্রাপ্তও না হয় তবুও কি তারা তাই করবে। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ– ১০৪ আয়াত)

সূরা লুকমানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ *

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি তাই অনুকরণ করব। শাইতন যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ডাকে তবুও তা মানবে।

(সূরা ঃ লুকমান– ২১ আয়াত)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *

যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন। বলুন! আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ ঃ যা তোমরা জান না?

(সূরা আল-আরাফ– ২৮ আয়াত)

আল্লাহ ব্যতীত গাইরুল্লাহ তথা পীর, আওলিয়া ও দরগায় যাবাহ্ করা শির্ক

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ *

হে নাবী! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই কেবলমাত্র সমগ্রবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শারীক নেই এবং আমি (কোন রূপ শারীক না করার জন্যই) আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমদের মধ্যে আমিই প্রথম।

(সূরা ঃ আল-আন-আম– ১৬৪ আয়াত)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চারটি কালিমা বর্ণনা করেছেন ঃ (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে (পীর, আওলিয়া, দরগায়) যাবাহ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে লা'নাত করেন; (২) যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে লা'নাত করে আল্লাহ তাকে লা'নাত করেন; (৩) যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে লা'নাত করেন; (৪) যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাকে লা'নাত করেন। (মুসলিম ২য় খণ্ড ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠা)

কবরবাসী জীবিতদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ * وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ *

আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না।
(সূরা ঃ আন্-নামাল– ৮০-৮১ আয়াত)

وَمَاأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ *

আপনি কবরে শায়িত ব্যক্তিদেরকে শোনাতে পারবেন না।
(সূরা ঃ আন্নামাল– ২২ আয়াত)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَايَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ *

তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকে, যে কিয়ামাত পর্যন্ত তার ডাকের সাড়া দিবে না। আর তারা তাদের দু'আ (আহ্বান) সম্পর্কে অবগতও নয়। (সূরা ঃ আহকাফ– ৫ আয়াত)

যারা কথা শুনে না তারা কিভাবে অপরকে সাহায্য করবে? অপরকে সান্তনা দিবে, অপরের মাকসুদ পূর্ণ করবে? বরং তারা নিজেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

গণকের নিকট যাওয়া, গণকের কথা বিশ্বাস করা শির্ক তার চল্লিশ দিনের সলাত কবুল হয় না

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ

সাফিয়্যাহ (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কোন স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গণকের নিকট আসে এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে এবং তা বিশ্বাস করে তার চল্লিশ রাত্রের ইবাদাত কবূল হয় না। (মুসলিম ২য় খণ্ড ২৩৩ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ : فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গণকের নিকট আসে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। (আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

Contents

কিভাবে গণক, যাদুকর গায়েবের কথা দাবী করে?

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَايَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، لَايَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِيْ الْمَطَرُ أَحَدًا إِلَّا اللهُ، وَلَاتَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، وَلَايَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইলমে গায়িবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না।

১। আগামী কালের কথা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।
২। মায়ের পেটের সামান্য খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।
৩। কখন বৃষ্টি হবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।
৪। কোন স্থানে মৃত্যু হবে কেউ জানে না।
৫। কিয়ামাত কখন হবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৬৮১ ও ১০৯৭ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِيْ السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا : الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْآخَرُ إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيْهَا عَلٰى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ

Contents

أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোন কাজের ফয়সালা করেন। ফেরেশতাগণ তাঁদের পাখা বিনয়াবনত হয়ে নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাঁদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যখন তাঁদের অন্তর থেকে এক সময় ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তাঁরা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কি বলেছেন? তাঁরা বলে, আল্লাহ সঠিকই বলেছেন। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছে মহান ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব কথা চোরেরা এভাবে পরপর অবস্থান করতে থাকে।

হাদীসের রাবী সুফিয়ান অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিজের ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত একথা একজন যাদুকর বা গণকের ভাষায় দুনিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বে শ্রবণকারীর উপর আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে শত মিথ্যা কথা যোগ করে মিথ্যার বেশাতি করা হয়। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক অমুক দিনে এমন এমন কথাকি তোমাদের বলা হয়নি? এমতাবস্থায় আসমানের শ্রুত কথাটিকেই সত্যায়িত করা হয়।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৭০৮ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ৩য় খণ্ড ৭০৯ পৃষ্ঠা)

Contents

স্বেচ্ছায় অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা শির্ক

জীবন-মরণ কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে। তিনি ব্যতীত কেউ জীবন দিতেও পারে না নিতেও পারে না। তাই আল্লাহর নির্ধারিত হদ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা আল্লাহর ক্ষমতায় শারীক বা অংশ নেয়া হয়। আর আল্লাহর কাজে শরীক করা স্পষ্ট শির্ক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا *

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার বিনিময় হচ্ছে জাহান্নাম, তাতে সে সর্বদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন এবং লা'নাত করেছেন। আর তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বিড়াট শাস্তি। (সূরা ঃ আন্-নিসা– ৯৩ আয়াত)

মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا *

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জিম্মি লোককে হত্যা করে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। যদিও চল্লিশ বছরের পথ হতে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (বুখারী ২য় খণ্ড ১০২১ পৃষ্ঠা, মিশকাত– ২৯৯ পৃষ্ঠা)

عَنْ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوْتُ كَافِرًا أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا *

মুয়াবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– আশা করা যায় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু ঐ ব্যক্তির গুনাহ ব্যতীত যে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে অথবা ঐ ব্যক্তির গুনাহ যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করবে। (আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু কাসীর– ১ম খণ্ড ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা শির্ক ও কুফর

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ *

তোমাদের (নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের) রিযিক আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। (সূরা ঃ ওয়াকিয়া- ৮২ আয়াত)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ » يَقُوْلُ : شُكْرَكُمْ « أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ » وَتَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রতি করুণাকে" এর ব্যাখ্যায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের শুকরিয়াকে তোমরা (তারকার দ্বারা) "মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো" আর বলো, অমুক অমুক তারকা, অমুক অমুক নখত্রের দ্বারা আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে।

(মুসনাদে আহমাদ, ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৩৮২, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

যায়িদ বিন খালিদ আল-জুহানী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে

ফজরের সলাত পড়ালেন। সে রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সলাত শেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসাবে এবং কেউ কাফির হিসাবে সকাল করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে আল্লাহর দয়া অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর তারকাকে অস্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি বলেছে অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে সে আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার প্রতি ঈমান এনেছে। (বুখারী, মুসলিম ১ম খণ্ড ৫৯পৃষ্ঠা, মেশকাত ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِّنَ النُّجُوْمِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ وَعَنْهُ الْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ رَوَاهُ ابْنُ رَزِيْنَ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তারকা বা জ্যোতিষবিদ্যা শিখল, সে যেন যাদু বিদ্যার অংশই শিখল। (আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৫৪৫ পৃষ্ঠা) ইবনু আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, জ্যোতিষী হল গণক। আর গণক হল যাদুকর। আর যাদুকর হলো কাফির।

(ইবনু রাযীন, মিশকাত ৩৯৪ পৃষ্ঠা)

বংশের বড়াই ও মৃত ব্যক্তির প্রতি বিলাপ করা হারাম

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَايَتْرُكُوْنَهُنَّ، الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، النِّيَاحَةُ وَقَالَ :

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ মালিক আশআরী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহিলী যুগের চারটি কু-সভাব আমার উম্মাতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পরিত্যাগ করতে পারবে না। (১) আভিজাত্যের অহঙ্কার; (২) বংশের অপবাদ দেয়া; (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা; (৪) মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি আরো বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিণী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবাহ্ না করে তবে কিয়ামাতের দিন আলকাতরার জামা ও মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৩০৩ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : اَلطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি বিষয়ে মানুষ কুফরী করে, আর তা হলো ঃ (১) বংশের দোষারোপ করা; (২) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা।
(মুসলিম ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ *

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গালে থাপ্পড় মারে, জামার পকেট ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ডাকের (বিলাপের) ন্যায় ডাকে সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।
(বুখারী ১ম খণ্ড ১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা-নানী, পীর-দরবেশ কিংবা শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের নামে শপথ করার মাধ্যমে মুশরিক

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيْ وَلَا بِاٰبَائِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তগুতের নামে এবং বাপ-দাদার নামে কসম বা শপথ করো না।

(মুসলিম ২য় খণ্ড ৪৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত– ২৭৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ وَلَابِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَاتَحْلِفُوا بِاللّٰهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ *

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, মা-নানীর নামে এবং প্রতিমার নামে শপথ করো না এবং আল্লাহর নামে সত্য কসম ব্যতীত শপথ করো না।(আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৪৬৩ পৃষ্ঠা, নাসায়ী, মিশকাত ২৯৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানাতের কসম বা শপথ করে সে আমার উম্মাত নয়। (আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৪৬৩ পৃষ্ঠা, মিশকাত ২৯৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করে, সে শির্কই করল।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৪৬৩ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আবী আওয়ানাহ ৪র্থ খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা, মেশকাত ২৯৬ পৃষ্ঠা)

রিয়া বা লোক দেখানো 'আমাল করা শির্ক

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا *

যখন তারা সলাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা অলসতার সাথে লোকদেরকে দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।

(সূরা ঃ আন্-নিসা– ১৪২ আয়াত)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ * الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ * الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ *

শাস্তি সেই সলাত আদায়কারীর জন্য যারা তাদের সলাতে উদাসীন, যারা শুধু দেখানোর জন্য করে এবং প্রয়োজনীয় ছোট ছোট বস্তু দানে বিরত থাকে।

(সূরা ঃ মাউন– ৪-৭ আয়াত)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا! لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا، وَاللّٰهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ *

হে ঈমানদারগণ! খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানগুলো নষ্ট করে দিও না। সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে ও পরকালকে বিশ্বাস করে না। তার দৃষ্টান্ত স্বচ্ছ পাথরের ন্যায়। যার উপর কিছু মাটি জমে আছে, অতঃপর প্রবল বর্ষণ এসে তা পরিষ্কার করে দিল। তারা যা উপার্জন করেছে তা থেকে তারা উপকৃত হয় না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(সূরা ঃ আল-বাকারা ২৬৪ আয়াত)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ قُلْنَا بَلٰى! قَالَ : اَلشِّرْكُ

الْخَفِيُّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ *

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদেরকে আমি এমন বিষয় খবর দিব না যা আমি তোমাদের উপর মাসীহ দাজ্জাল হতেও বেশী ভয় করছি! সাহাবা (রাঃ)গণ বললেন ঃ হ্যাঁ, খবর দিন। তিনি বললেন ঃ তা হচ্ছে শির্কে খাফী বা গোপন শির্ক। (এর উপমা হচ্ছে) একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এজন্যই তার সলাতকে সুন্দরভঅবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার সলাতকে দেখছে (বলে সে মনে করছে)। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَقِيلَ : وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلرِّيَاءُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَحْمَدُ

মাহমূদ বিন লাবীদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য আমি সবচেয়ে অধিক ভয় করি শির্কে আসগার বা ছোট শির্কের। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল সেটা কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া বা লোক দেখানো 'আমাল।

(বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনু কাসীর ৩য় খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ

শাদ্দাদ বিন আউস হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সলাত পড়ল সে শির্ক করল। যে ব্যক্তি অপরকে দেখানোর জন্য সিয়াম বা রোযা রাখল সে শির্ক করল। যে ব্যক্তি অপরকে দেখানোর জন্য দান করল সে শির্ক করল।

(মুসনাদে আহমাদ, ইবনু কাসীর ৩য় খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা)

Contents

যুগ বা সময়কে গালি দেয়া শির্ক

وَقَالُوا، مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ *

তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, আমরা মরি এবং বাঁচি, আর কালের প্রবাহেই কেবল আমাদের মৃত্যু হয়। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা তো শুধু অনুমান করেই বলছে।

(সূরা ঃ জাসিয়াহ– ২৪ আয়াত)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : « يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ أٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আদম সন্তান দাহার বা সময়কে গালী দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমি নিজেই দাহার বা সময়। আমার হাতেই সকল কর্ম। রাত ও দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।" (বুখারী ২য় খণ্ড ৭১৫ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَاتَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ رواه مسلم

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দাহার বা সময়কে গালী দিও না। কেননা আল্লাহই হলেন দাহার বা সময়। (মুসলিম ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা)

শারীয়াত প্রবর্তনে অংশীদারিত্বে শির্ক

দ্বীনের ব্যাপারে যত বিধিবিধান প্রয়োজন সব কিছুর অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর এবং মহান আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যতটুকু অধিকার দিয়েছেন। এতব্যতীত যদি কেউ শারীয়াতে কোন বিধান প্রবর্তন করে তাহলে আল্লাহর কাজে অংশীদারিত্ব হবে। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে অধিকার ওয়াহির মাধ্যমে পায়নি। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা ওয়াহির মাধ্যমে পেতেন। তাই কেউ যদি শারীয়াতের মধ্যে আইন প্রচলন করে এবং আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন করে তাহলে শির্ক হবে। কেননা এতে আল্লাহর কাজে অংশীদারিত্ব হল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহান আল্লাহ মদ হারাম করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহীর দ্বারা বলেছেন ঃ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ প্রত্যেক মাদক বা নেশাযুক্ত বস্তু হারাম।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৯০৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম, মেশকাত ৩৭২ পৃষ্ঠা)

অপর দিকে বুখারী, মুসলিমের হাদীসে মদ পাঁচ ধরনের বস্তু দ্বারা তৈরী হয় বলে উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِّنَ الْعِنَبِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيْرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

সে মদ হলো পাঁচ বস্তু দ্বারা তৈরী, যেমন গম, যব, খেজুর, কিসমিস, মধু। আর যে বস্তু জ্ঞানকে আচ্ছাদিত বা বিলুপ্ত করে দেয় তা হলো খামর বা মদ। অপর বর্ণনায় আঙ্গুরে কথা রয়েছে। মুসলিম ২য় খণ্ড ৪২২ পৃষ্ঠা। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে মধু থেকে তৈরী মদ যাকে বিত্‌ত বলা হয়। আর

যব থেকে তৈরী মদকে মিয্‌র বলা হয়। রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সকলপ্রকার নেশাগ্রস্ত দ্রব্য হারাম।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৯০৪ পৃষ্ঠা)

এখন যদি কেউ আল্লাহর এহ্‌রামকৃত মদ হালাল ফতওয়া দিয়ে বলে ঃ

فلم يحرم كل مسكر *

প্রত্যেক প্রকার মদ হারাম নয়।

مايتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال ولا يحد شاربه وان سكرمنه

যে সমস্ত মদ গম, যব, মধু ও ভুট্টা থেকে তৈরী করা হবে তা হালাল এবং এর পানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না যদিও সে মাতাল হয়ে যায়।

(হেদায়া ৪র্থ খণ্ড ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

তাহলে তা স্পষ্ট শির্ক হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধী শারীয়াত প্রবর্তন করা হবে। দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ কাউকে বিধান চালু করার ক্ষমতা দেননি। কেউ যদি কোন বিধান চালু করে, তাহলে আল্লাহর ক্ষমতায় ভাগ বসানো হবে এবং তা স্পষ্ট শির্ক হবে।

আল্লাহ যা চায় এবং তুমি যা চাও বলা শির্ক

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ فَقَالَ : أَجَعَلْتَنِيْ لِلّٰهِ نِدًّا قُلْ : مَاشَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ *

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আল্লাহ যা চায় এবং আপনি যা চান। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শারীক করে দিলে? বল, আল্লাহ কেবল যা চান। **(নাসায়ী সহীহ্ সূত্রে, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা)**

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاتَقُوْلُوْا : مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا : مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

হুযায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চায় বলো না। বরং

الدَّارِ لَأَتَانَا اللُّصُوصُ وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ مَاشَاءَ اللهُ وَشِئْتَ وَقَوْلُ الرَّجُلِ لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ لَاتَجْعَلْ فِيهَا فُلَانٌ هٰذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ أَنْدَادٌ (আন্দাদ) হচ্ছে এমন শির্ক যা অন্ধকার রাত্রে নির্মল কাল পাথরের উপর পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সুক্ষ্ম। আর এটা হচ্ছে যেমন একথা বলা, আল্লাহর কসম এবং তোমার জীবনের কসম হে অমুক! আর আমার জীবনের কসম। আরো বলা যে, যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকত, তাহলে গতকাল অবশ্যই চোর আসত এবং হাঁস যদি ঘরে না থাকত তাহলে অবশ্যই চোর আসত। কোন ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলা, আল্লাহ এবং তুমি যা ইচ্ছা কর এবং কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি সহায়ক না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখ না, এগুলো সবই শির্ক। **(ইবনু আবি হাতিম, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা)**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحْرِصْ عَلٰى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَاشَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যা তোমার উপকারে আসবে তা কামনা কর এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও, অক্ষম হয়ো না। যদি কোন কিছু তোমার উপর পতিত হয়, তাহলে যদি আমি এটা, এটা করতাম এটা, এটা হত একথা বলো না। কিন্তু এ কথা বল আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং যা চান তা করেন। কেননা لو বা যদি (শব্দ) শাইতনের কাজকে খুলে দেয়। **(মুসলিম)**

কোন কিছুকে কু-লক্ষণ বা অশুভ মনে করা শির্ক

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَاطِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ، قَالُوْا : وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ : اَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ঃ পাখি উড়িয়ে কু-লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। ওটার উত্তম হল ফাল। সাহাবাগণ বললেন, ফাল কি জিনিস? তিনি বললেন, ফাল হল সৎ বা উত্তম কথা, যা তোমাদের কেউ শুনে। (বুখারী ২য় খণ্ড ৮৫৬ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২য় খণ্ড ২৩১ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَاعَدْوٰى وَلَاطِيَرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَاصَفَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَلَانَوْءَ وَلَا غَوْلَ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সংক্রামক রোগ বলতে কিছুই নেই। পাখি উড়িয়ে কুলক্ষণ নির্ণয়ের কিছুই নেই। পেঁচা পাখির কু-লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। সফর মাসে বা পেটের কীড়ার কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। (বুখারী ২য় খণ্ড ৮৫৭ পৃষ্ঠা) আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত এবং ভুত, রাক্ষস বলতে কিছুই নেই। (মুসলিম ২য় খণ্ড ২৩১ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা শির্ক, পাখি উড়িয়ে কু-লক্ষণ নির্ণয় করা শির্ক, পাখি উড়িয়ে কূ-লক্ষণ নির্ণয় করা শির্ক। (আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৫৪৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ

আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে অশুভ লক্ষণের ধারণা তার কোন প্রয়োজন হতে বিরত রাখে সে শির্ক করল।

(মুসনাদে আহমাদ, ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৬৫০ পৃষ্ঠা)

ছবি তোলা ও মূর্তি বানানো মুশরিকী কাজ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তির থেকে কে বড় যালিম হতে পারে, যে আমার মত মাখলুক সৃষ্টি করতে চায়? (এতই যদি পারে) তাহলে তারা যেন অণুসৃষ্টি করে অথবা একটি শস্য তৈরী করে অথবা যেন একটি যব তৈরী করে।"

(বুখারী ২য় খণ্ড ৮৮০ পৃষ্ঠা, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মানুষের মাঝে সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে আল্লাহর নিকট ছবি প্রস্তুতকারীদের।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৮৮০ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা এ সমস্ত ছবি তৈরী করে তাদেরকে কিয়ামাতের দিবসে শাস্তি দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরী করেছ তাদের প্রাণ দাও। (বুখারী ২য় খণ্ড ৮৮০-৮৮১ পৃষ্ঠা)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّيْ رَجُلٌ أُصَوِّرُ هٰذِهِ الصُّوْرَةَ فَأَفْتِنِيْ فِيْهَا فَقَالَ : اُدْنُ مِنِّيْ فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : اُدْنُ مِنِّيْ فَدَنَا مِنْهُ حَتّٰى وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ : أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ وَيُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذِّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ وَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

সাঈদ বিন আবিল হাসান হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাসের নিকট এসে বললেন, আমি এমন একজন লোক, আমি এ ছবি তৈরী করি। এব্যাপারে আমাকে ফতওয়া দিন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি আমার নিকটে আস, সে নিকটবর্তী হল। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকটবর্তী হও, অতঃপর সে আরও নিকটে গেল; এমনকি তিনি তার হাত মাথার উপর ধরলেন। অতঃপর বললেন, আমি যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তা তোমাকে সংবাদ দিব।

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামে যাবে। প্রত্যেক ছবির আকৃতি তৈরী করে প্রাণ দেয়া হবে তা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, যদি তোমার ছবি তৈরী করতেই হয় তাহলে গাছের এবং যার প্রাণ নেই তা তৈরী কর। (মুসলিম)

ছবি সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন বায একটি স্বতন্ত্র বই-ই লিখেছেন। এর মধ্যে তিনি বলেন ঃ

وَهِىَ عَامَّةٌ لِأَنْوَاعِ التَّصْوِيْرِ سَوَاءٌ كَانَ لِلصُّوْرَةِ ظِلٌّ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّصْوِيْرُ فِىْ حَائِطٍ أَوْ سِتْرٍ أَوْ قَمِيْصٍ أَوْ مِرْآةٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَالَهُ ظِلٌّ وَغَيْرُهُ وَلَا بَيْنَ مَاجُعِلَ فِىْ سِتْرٍ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَوِّرِيْنَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ كُلَّ مُصَوِّرٍ فِىْ النَّارِ وَأَطْلَقَ ذٰلِكَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا *

এটা সাধারণ সকল ছবির ব্যাপারে। ছায়া (প্রতিচ্ছবি) বা প্রতিচ্ছবি নয় সবই সমান। প্রাচীরে বা পর্দায় বা জামায় বা আয়নায় বা কাগজে বা অন্য কিছুতে হোক সবই সমান। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছায়া বা প্রতিচ্ছবি এবং প্রতিচ্ছবি নয় এর মধ্যে পার্থক্য করেননি এবং পর্দার এবং অন্য কিছুর মধ্যে পার্থক্য করেননি বরং ছবি প্রস্তুতকারীকে অভিসম্পাত করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামাতের দিনে মানুষের মধ্যে ছবি প্রস্তুতকারীদেরকে সর্বাধিক শাস্তি দেয়া হবে এবং প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামে যাবে। এটা সাধারণভাবে বলা হয়েছে এবং কোন কিছু পৃথক করা হয়নি। **(আল্ জাওয়াবুল মুফীদ ফি হুকমিত তাছবীর ১০-১১ পৃষ্ঠা)**

সলাত পরিত্যাগ করা শির্ক

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মুসলিম ব্যক্তি এবং মুশরিক ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক ও কাফির। **(মুসলিম ১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠা)**

عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা এবং শির্কের মধ্যে পার্থক্য হল সলাত। যখন সে সলাত পরিত্যাগ করে তখন সে মুশরিকই হয়।

(ইবনু মাজাহ, আহমাদ)

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছেড়ে দেয় সে প্রকাশ্য কুফরী করে। (তাবারানী, বাযযার)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ جـ٢، صـ٩٠

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিনা করেছেন। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগ করলে ঈমান থাকে না। (তিরমিযী ২য় খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرُ الصَّلٰوةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন শাকীক উকাইলী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম-এর সাহাবাগণ সলাত ব্যতীত 'আমালসমূহের কিছু পরিত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। অর্থাৎ–সলাত পরিত্যাগকারীদের সাহাবাগণ কাফির মনে করতেন। (তিরমিযী ২য় খণ্ড ৯০ পৃঃ)

Contents

নিজের মত বা প্রবৃত্তি অনুসরণ করা শির্ক

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْالَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُدًى مِّنَ اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ *

আর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তাহলে জানবেন তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

(সূরা ঃ কাসাস– ৫০ আয়াত)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً، فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ، أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ *

আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন– যে তার স্বীয় প্রবৃত্তি (নিজের মতামত)-কে মাবূদ গ্রহণ করেছে? আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ গোমরাহ করার পর কে এরূপ ব্যক্তিকে হিদায়াত করবে? তোমরা কি চিন্তা গবেষণা করো না। (সূরা ঃ জাসিয়াহ ২৩ আয়াত)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ، أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا *

আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তার যিম্মাদার হবেন? (সূরা ঃ ফুরকান ৪৩ আয়াত)

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون *

আর আপনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আর তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন যেন তারা আপনাকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা থেকে বিচ্যূত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ চান তাদের কোন কোন পাপের জন্য তাদের শাস্তি প্রদান করতে। আর মানুষের মধ্যে তো অনেকেই ফাসিক।

(সূরা ঃ আল-মায়িদাহ– ৪৯ আয়াত)

عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْإِسْتِغْفَارَ فَاكْثِرُوْا مِنْهُمَا فَإِنَّ إِبْلِيْسَ قَالَ : أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوْبِ وَأَهْلَكُوْنِىْ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ *

আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপর একান্ত কর্তব্য হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তিগফার পড়া। অতএব তোমরা এগুলো বেশী বেশী পড়ো। কেননা শাইতন বলে আমি মানুষকে গুনাহের মাধ্যমে ধ্বংস করি। আর তারা আমাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তিগফার দ্বারা ধ্বংস করে। যখন আমি এ অবস্থা দেখলাম অর্থাৎ– যখন আমার সকল চক্রান্তই বিফল, তখন তাদেরকে আমি প্রবৃত্তির তাবেদারী দ্বারা ধ্বংস করি। আর তারা তাদেরকে হিদায়াত প্রাপ্ত মনে করে।

(জামেউস সাগীর, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৫৪০ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, প্রবৃত্তির অনুকরণ করায় প্রবৃত্তিকে প্রভু বা উপাস্য বানানো হয়। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে প্রভু করা বা মানা শির্ক। যারা শির্ক করে তারা মুশরিক। অতএব যারা আল্লাহর দেয়া বিধান বাদ দিয়ে নিজের মতামত কিয়াসের ভিত্তিতে চলে তারা মুশরিক।

সিমালঙ্ঘন ও অতি প্রশংসা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَاتَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ....*

তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না।

(সূরা ঃ আন্-নিসা– ১৭১ আয়াত)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ....
وَلَايَغْلُ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغْلُ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মু'মিন থাকা অবস্থায় সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি করে না। (অর্থাৎ যে সিমালঙ্ঘন করে সে মু'মিন নয়) অতএব, তোমরা সিমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো। তোমরা সিমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকো। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْغلو فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ رواه مسلم

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সিমালঙ্ঘন করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা সিমালঙ্ঘন করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। (মুসলিম)

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। একথা তিনি তিনবার বললেন। (মুসলিম)

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَاتُطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا : عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ*

উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার অতি প্রশংসা করো না যেরূপ নাসারারা ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ)-এর অতি প্রশংসা করেছিল। আমি কেবল একজন বান্দা। অতএব, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল বলবে। **(বুখারী, সংক্ষিপ্ত ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৪৭৪ পৃষ্ঠা)**

পিতা না হওয়া সত্ত্বেও পিতা দাবী করা কুফরী ও হারাম

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ أَدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ أَدَّعَى مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ:عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থেকেও অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করে সে কুফরী করল। আর যে নিজেকে এমন বংশের বলে দাবী করে যে বংশের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই সে নিজের বাসস্থান জাহান্নামে তৈরী করে নিল। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কাফির বলে ডাকল, অথবা বলল হে আল্লাহর দুশমন, অথচ সে এরূপ নয়, তখন এবাক্য তার নিজের দিকেই ফিরে আসবে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, সহীহ্ মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড ১২৫ নং হাদীস)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَرْغَبُوْا عَنْ أٰبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ رواه مسلم

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের পিতৃপরিচয় থেকে বিমুখ হয়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের পিতৃপরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করল, সে কুফরী করল। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা)

عَنْ سَعْدٍ وَأَبِىْ بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

সায়াদ ও আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; উভয়ে বলেন ঃ আমার দু'কান শুনেছে এবং আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরকে স্বীয় পিতা বলে দাবি করে অথচ সে ভালোভাবেই জানে যে সে তার পিতা নয় তার জন্য জান্নাত হারাম। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা)

পিতা-মাতাকে গালি দেয়া এবং তাদের নাফারমানী করা সবচেয়ে বড় অপরাধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالَ : نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি পিতা-মাতাকে গালি দিলে তা কবীরা বা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল কোন ব্যক্তি কি তার পিতা-মাতাকে গালী দেয়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ, লোক কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় আর সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং তার মাতাকে গালি দেয়, সেও তার মাতাকে গালি দেয়। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَارَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ *

আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে বড় কবীরাহ্ গুনাহ বা অপরাধ হচ্ছে কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে লা'নাত বা অভিসম্পাত করে। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, আর সে তার পিতাকে গালি দেয়, এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়, আর সে তার মাতাকে গালি দেয়।
(বুখারী ২য় খণ্ড ৮৮৩ পৃষ্ঠা)

শাহানশাহ বা বাদশাহর বাদশাহ নাম রাখা শির্ক

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَالِكَ الْأَمْلَاكِ رواه مسلم

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিনে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে রাগান্বিত ব্যক্তি এবং সবচেয়ে খারাপ নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে যার নাম রাখা হয় শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ। (মুসলিম ২য় খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْنَى

الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَالِكَ الْأَمْلَاكِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট কিয়ামাত দিবসে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে কোন ব্যক্তির মালিকুল আমলাক বা রাজাধিরাজ নাম রাখা। (বুখারী ২য় খণ্ড ৯১৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ : أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجَالٌ تَسَمَّى مُلْكُ الْأَمْلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُوْلُ غَيْرُهُ تَفْسِيْرِهِ شَاهَانْ شَاهْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ جـ٢، صـ٩١٦.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কলঙ্কজনক নাম। আর সুফইয়ান একাধিকবার বলেছেন, আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক কলঙ্কজনক নাম হচ্ছে– কোন ব্যক্তি মালিকুল আমলাক রাজাধিরাজ রাখল। সুফইয়ান অন্য ভাষায় অর্থাৎ– ফারসী ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ শাহানশাহ নাম রাখা। (বুখারী ২য় খণ্ড ৯১৬ পৃষ্ঠা)

কারও সম্মানে দাঁড়ানো

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَالَهُ فَقَالَ : لَاتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠির উপর ভর করে বের হলেন। আমরা তাঁর জন্য দাঁড়ালাম। তিনি বললেন ঃ অনারবগণ একে অপরকে সম্মান করার জন্য যেভাবে দাঁড়ায় তোমরা সেভাবে দাঁড়িও না। (আবূ দাঊদ, মিশকাত ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃঃ)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَنَا أَبُوْبَكْرَةَ فِيْ شَهَادَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ وَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا*

Contents

সাঈদ বিন আবিল হাসান হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আবূ বাকরাহ আমাদের মাজলিসে আসলেন। অতঃপর মাজলিস থেকে একব্যক্তি দাঁড়াল, তিনি ঐ মাজলিসে বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা (দাঁড়ানো) কে নিষেধ করেছেন।

(আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৬৬৪ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃষ্ঠা)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ

মুয়াবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্মুখে অপর লোকদের প্রতি মুর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা পছন্দ করে, সে যেন জাহান্নামের মধ্যে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়। **(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪০৩ পৃষ্ঠা)**

দু'ভাইয়ের মাঝে ঝগড়ার কারণে তিনদিনের বেশী সময় কথা বন্ধ রাখার পরিণতি

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا أَوْ يَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন রাত্রের বেশী সময় কথা পরিত্যাগ করে। তারা উভয়ে মিলিত হয় অথচ একজনের থেকে আরেকজনমুখ ফিরিয়ে রাখে। তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়। **(বুখারী ১ম খণ্ড ৮৯৭ পৃষ্ঠা, মুসলিম, মেশকাত ২য় খণ্ড ৪২৭ পৃষ্ঠা)**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ *

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশী সময় কথা বন্ধ রাখে। যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশী সময় কথা পরিত্যাগ করবে, অতঃপর মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৬৭৩ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমাদ, মেশকাত ৪২৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ : مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهٖ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

আবূ খিরাশ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক পরিত্যাগ রাখবে সে যেন তাকে হত্যা করল। (আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৬৭৩ পৃষ্ঠা, মেশকাত ২য় খণ্ড ৪২৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَايَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهٖ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقِهٖ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِيْ الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মু'মিনের জন্য বৈধ নয় যে, সে কোন মু'মিনের সাথে তিনদিনের উপরে কথা পরিত্যাগ করে। যদি তিনদিন অতিবাহিত হয় তাহলে সে যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সালাম দেয়। যদি সালামের উত্তর দেয় তাহলে উভয়ে সাওয়াবে অংশ গ্রহণ করল। আর যদি উত্তর না দেয় তাহলে (যে সালাম দিল) সে গুনাহ থেকে ফিরে আসল এবং মুসলিম সম্পর্ক পরিত্যাগের অবস্থান থেকে ফিরে আসল।

(আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৬৭৩ পৃষ্ঠা, মেশকাত ২য় খণ্ড ৪২৮ পৃষ্ঠা)

Contents

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَايَحِلُّ الْكِذْبُ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ كِذْبُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ لِيُرْضِيَهَا وَالْكِذْبُ فِيْ الْحَرْبِ وَالْكِذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ

আসমাহ বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা বৈধ রয়েছে ঃ

১) স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য মিথ্যা বলা;
২) যুদ্ধের ব্যাপারে মিথ্যা বলা;
৩) মানুষের মাঝে সংশোধন বা মিমাংসা করে দেয়ার জন্য মিথ্যা বলা। (তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২৮ পৃষ্ঠা)

হাততালী ও শীস দেয়া হারাম

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ *

'কাবা ঘরের নিকট শিস দেয়া ও হাততালি দেয়াই তাদের সলাত ছিল। অতএব তোমাদের কুফরী কাজের সাদ গ্রহণ করো। (সূরা ঃ আল-আনফাল- ৩৫ আয়াত)

বর্তমান সময়ও যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাততালি ও মুখে শিস দেয় তাদের পরিণতিও শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ এটা জাহেলী যুগের মুশরিকদের নীতি। যে নীতি বা শিস, হাততালি দিয়ে তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদেরকে অপমান ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। অতএব এ কাজ এখনও করলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের বিদ্রূপ করা হবে বিধায় এটা করা মুসলমানদের জন্য হারাম। (ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা)

গানের মাধ্যমে শির্ক

এক শ্রেণীর মানুষ গানের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকে, তারা গানের মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দেয়। তারা গানের মাধ্যমে বলে ঃ

নবী মোর পরশমণি নবী মোর শোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন, সেই তো দো'জাহানের ধনী ॥

প্রিয় পাঠক! জপ বা যিক্‌র শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আর এই জপ নাবীগণের জন্য নয়। কেউ যদি আল্লাহর নামের ন্যায় নাবীগণের নাম ধরে জপ বা যিক্‌র করে তবে সে অবশ্যই আল্লাহর সাথে শির্ক বা অংশীস্থাপন করল এবং সে মুশরীক বলে পরিগণীত হল। তেমনিভাবে কেউ যদি বলে ঃ

আহমাদেরই মীমের পর্দা তুলে দেরে মন
দেখবি সেথা বিরাজ করে আহাদ নিরাঞ্জন ॥

অর্থাৎ– তারা বলতে চায় أَحْمَدُ (আহমাদ) শব্দের থেকে মীম অক্ষরটি বাদ দিলে أَحَدٌ (আহাদ) শব্দ থাকে। আর أَحَدٌ (আহাদ) হল আল্লাহর নাম। তারা বলতে চায় আহমাদও আহাদ একজনই। এভাবে তারা সৃষ্টিকে [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে] স্রষ্টার আসনে বসিয়ে স্পষ্ট শির্ক করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا *

বল! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মা'বূদ তো একই মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রাব্বের সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে সে যেন নেক কাজ করে এবং তার রাব্বের ইবাদাতে অন্য কাউকে শারীক না করে। (সূরা ঃ কাহাফ– ১১০ আয়াত)

নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নূরের তৈরী মনে করা শির্ক

এক শ্রেণীর মানুষ বলে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তৈরী না করলে আল্লাহ কিছুই তৈরী করতেন না। আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর নিজের নূর দিয়ে তৈরী করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরে সমস্ত জগত তৈরী। সর্ব প্রথম আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এভাবে তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে থাকে। সহীহ্ হাদীসে রয়েছে আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে লিখতে বলেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ مَاخَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ وَالْحُوْتَ فَقَالَ : لِلْقَلَمِ اُكْتُبْ قَالَ : مَاأَكْتُبُ! قَالَ : كُلَّ شَيْئٍ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ عَسَاكِرٍ وَابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ كَثِيْرٍ جـ ٤، صـ ٥١٦-٥١٤

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম ও মাছ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলমকে বলেছেন ঃ লিখ, কলম বলল কি লিখব? আল্লাহ বললেন, কিয়ামাত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে সব লিখ।

(তাবারানী, ইবনু জারীর, ইবনু আসাকির, ইবনু আবি হাতিম, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৫১৪-৫১৬ পৃষ্ঠা)

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ মাটির তৈরী আদমের থেকে সাভাবিক মানুষটির যে নিয়ম আল্লাহ করেছেন সে পদ্ধতিতেই মা আমিনার গর্ভে আব্দুল্লাহর ঔষরের মাধ্যমে পৃথিবীতে আগমন ঘটিয়েছেন। আল্লাহর নূরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়দা হলে মাতৃগর্ভে অপবিত্র রক্তের সাথে মলদ্বার দিয়ে তিনি ভূমিষ্ট হতেন না। তিনি মাটির তৈরী বলেই অন্যান্য মানুষের মতই ভূমিষ্ট হয়েছেন। তবে আল্লাহ তাঁকে চল্লিশ বৎসর বয়সে শেষ নাবী ও রসূল বানিয়েছেন,

রিসালাতের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর নিকট আল্লাহর ওয়াহী আসত, কুরআন মাজীদ তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। তাঁর পরও তিনি মানুষ ছিলেন এবং আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন। যার স্বীকৃতি আমরা সর্বদা দিয়ে থাকি– عبده ورسوله তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ *

বল! আমি তোমাদের মতই একজন মাটির মানুষ। আমার নিকট ওয়াহী আসে, তোমাদের মা'বুদই একমাত্র মাবুদ। (সূরা কাহাফ– ১১০ আয়াত)

মিলাদে শির্ক

একদল মানুষ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিলাদ নামক বিদ'আত অনুষ্ঠানের মধ্যে চেয়ার খালী রাখে এবং ধারণা রাখে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে চেয়ারে বসেন। আবার তারা হঠাৎ করে মিলাদের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ধারণা রাখে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুহ মোবারক মিলাদ মাহফিলে হাযির হয়ে থাকে– তাই দাঁড়াতে হয়। একই দিনে একই সাথে হাজার স্থানে মিলাদ হয়ে থাকে সকল স্থানে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই, তিনি ব্যতীত এ ক্ষমতা আর কারও নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। (সূরা ঃ আল-বাকারা– ১০৯)

আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মৃত্যু বরণ করেছেন, যার মৃত্যুকে প্রথমে ওমর (রাঃ) ও অতিরিক্ত ভালোবাসার কারনে মানতে পারেননি। অতঃপর আবূ বাকর (রাঃ) এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ মৃত্যুর স্বপক্ষে এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا،

وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ *

মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছু নয়, তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছেন, যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হন তবে কি তোমরা পশ্চাদবরণ করবে? এবং কেউ পিছুটান হলে কখনো সে আল্লাহর ক্ষতি করতে সামান্যও সক্ষম হবে না; আল্লাহ কৃতজ্ঞদের সত্বর পুরস্কার দিবেন।

(সূরা ঃ আলু-ইমরান- ১৪৪ আয়াত)

অতএব যারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিঁ ওয়াসাল্লাম-কে মিলাদে উপস্থিত মনে করবে তারা অত্র আয়াতকে অস্বীকার করবে। রসূলকে আল্লাহর মত সকল স্থানে উপস্তিত হওয়ার ক্ষমতা মেনে নেয়া শির্ক হবে। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জানেন না যে, কোথায় কোথায় মিলাদ হচ্ছে। কেননা তিনি গায়েবের খবর জানেন না। মহান আল্লাহর কুরআন মাজীদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা ঘোষণা করান ঃ

وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ *

আমি যদি ইলমে গায়েব জানতাম, তাহলে আমি অধিক কল্যাণ অর্জন করে নিতাম এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না।

(সূরা ঃ আল-আরাফ- ১৮৮ আয়াত)

قُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ *

হে নাবী বল! আসমানসমূহ ও যামীনের মধ্যে যা আছে আল্লাহ ব্যতীত তাদের গায়েব কেউ জানে না। (সূরা ঃ আন-নামাল- ৬৫ আয়াত)

وَمَا أَدْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلَابِكُمْ *

হে রসূল! এদেরকে বল, ভবিষ্যতে আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে আমি তা জানি না। (সূরা ঃ আহকাফ ৯ আয়াত)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

وَاللّٰهِ مَاأَدْرِىْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَايُفْعَلُ بِىْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِلْبُخَارِىِّ مَاأَدْرِىْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايُفْعَلُ بِهِ *

Contents

আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা, আমি আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও আমার সাথে কি করা হবে। মুসনাদে আহমাদ, বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে– আমি আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও কি করা হবে তা আমি জানি না।
(ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ১৯৮ পৃষ্ঠা)

অতএব গায়েবের ঈলম বা জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ ইলম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত করলে আল্লাহর সাথে শরীক হবে এবং শির্ক করা হবে।

এমনিভাবে মিলাদে কিয়াম করলে উক্ত আয়াতের অস্বীকারের দরুণ কাফির হতে হবে এবং রসূলকে সবস্থানে হাযির জানার মাধ্যমে শির্ক হবে এবং কিয়ামের মধ্যে এ ধরনের কিয়াম তথা শের বা কবিতা বলা শির্ক যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ

وہ تومجتبی عرش آ خدا ہوکر اتار پڑا مدینہ میں مصطفی ہوکر .....

তিনি তো আরশে এসে খোদারূপে ছিলেন, মদীনায় নেমে মোস্তফা হয়ে গেলেন। (নাঊযুবিল্লাহ) অর্থাৎ যিনি আল্লাহ ছিলেন, তিনি মদিনায় এসে মুস্তফা হয়ে গেলেন। (নাঊযুবিল্লাহ)

এ ধরনের কবিতা গান ইত্যাদি দ্বারা মিলাদের মধ্যে শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন– আমীন।

চাষাবাদে শির্ক

অনেক কৃষক মনে করেন ফসল আমরা আবাদ করি বলেই উৎপন্ন হয়। তাই তারা বলে, এবার সার দিয়েছি বলেই এত ভাল ফসল হয়েছে। শ্রম না দিলে ফসলই হতো না। এত মণ করে ফলিয়েছি ইত্যাদি সকল কথাই শির্ক, কেননা মহান আল্লাহকে একথাগুলোর দ্বারা প্রত্যাখান করা হচ্ছে। তাঁর ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। অথচ তিনি বলেন ঃ

أَفَرَئَيْتُمْ مَاتَحْرُثُوْنَ * ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ *

তোমরা যে বীজ বপণ করো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা উৎপন্ন করো না আমি উৎপন্ন করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি। অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট।

(সূরা ঃ ওয়াকিয়া– ৬৩-৬৫ আয়াত)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَقُوْلَنَّ زَرَعْتُ وَلٰكِنْ قُلْ : حَرَثْتُ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ كَثِيْرٍ صـ ٤، جـ ٣٧٩

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ফলিয়েছি বা উৎপন্ন করেছি একথা বলনা বরং বল আমি বপণ বা চাষ করেছি। (ইবনু জারীর, ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

পোষাক পরিধানে শির্ক

অনেক বলে থাকে, আমার যদি অমুক পোষাকটি না থাকত তাহলে আজ শীতে বাঁচতাম না। শীতে মরে যেতাম। চাদর না হলে মরেই যেতাম ইত্যাদি কথা বলা শির্ক। কারণ বাঁচা ও মারার মালিক কেবল মাত্র আল্লাহই। তিনি বলেন ঃ « يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ »

তিনি জীবিত করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সকল বিষয়েই ক্ষমতাবান। (সূরা ঃ হাদীদ– ২ আয়াত)

পিতা-মাতার নামে কসম করা শির্ক

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ وَأَبِيْ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ *

সালিম হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রাঃ) থেকে শুনেছে তিনি আমার পিতার শপথ বলে কসম করছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহান পরক্রমশালী আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা তোমাদের কুফরী হবে। (মুসনাদে আবূ আওয়ানা ৪র্থ খণ্ড ২৪ পৃষ্ঠা)

[Contents](#)

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ : أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟ قَالَ : لَا وَلٰكِنْ أَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ وَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ *

সা'দ বিন উবায়দাহ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু উমারের নিকট ছিলাম। আমি বললাম, কাবার শপথ করব? তিনি বললেন, না। কিন্তু কাবার প্রভুর শপথ করবে। উমার (রাঃ) তাঁর পিতার শপথ করলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতার শপথ করো না। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) শপথ করে, সে অবশ্যই শির্ক করে। (মুসনাদে আবি আওয়ানা ৪র্থ খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)

বাতাসকে গালী দেয়া

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِيْ بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلَا تَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বাতাস আল্লাহর ইনসাফের অন্তর্ভুক্ত। এটা কখনো অনুগ্রহ নিয়ে আসে আবার কখনো শাস্তি নিয়ে আসে। বিধায় যখন তোমরা তা দেখবে বাতাসকে গালী দিবে না। আল্লাহর নিকট তোমরা বাতাসের কল্যাণ চাবে এবং বাতাসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। (আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৬৯৫ পৃষ্ঠা)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّوْا الرِّيْحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَاتَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ

الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বাতাসকে গালী দিওনা। যখন তোমরা তাতে তোমাদের অপছন্দনীয় বিষয় দেখবে তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমরা এ বাতাস থেকে কল্যাণ কামনা করি, তাতে যে কল্যাণ রয়েছে এবং তাতে তুমি যে কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছ তা কামনা করি এবং এ বাতাসের অকল্যাণ হতে এবং তাতে যে অকল্যাণ রয়েছে এবং তাতে তুমি যে অকল্যাণের নির্দেশ দিয়েছ তা হতেও আমরা তোমার নিকট আশ্রয় চাই। **(তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন, ২য় খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা)**

মিথ্যা সাক্ষীদেয়াও শিৰ্কসম অপরাধ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ *

অতএব, তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো। **সূরা ঃ হাজ্জ– ৩০ আয়াত)**

عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَطِيْبًا فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ إِشْرَاكًا بِاللّٰهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَرَأَ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ» *

আইমান বিন খারীম থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, হে লোক সকল! মিথ্যা সাক্ষ্যকে আল্লাহর সাথে শারীক করার অপরাধের দ্বারা বদল করা হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তিনবার বললেন, অতঃপর এ আয়াত পড়লেন– "তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাএকা"।

(মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ২য় খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা, ইবনু কাসীর ৩য় খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা)

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ : تَعْدِلُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الْإِشْرَاكَ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةِ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্যকে আল্লাহর সাথে শারীক করার অপরাধের সাথে পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (ইবনু কাসীর ৩য় খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَايَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَايَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের অপরিহার্য্য কর্তব্য হলো সত্য কথা বলা। কেননা সত্য পূণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পূণ্য নিয়ে যায় জান্নাতে। লোক সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের উপর নির্ভর করে, এমনকি আল্লাহর নিকট সত্যবাদী লিখিত হয়ে যায়।

আর তোমরা মিথ্যা হতে বেঁচে থাকো। কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার উপর নির্ভর করে, এমনকি আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী ২য় খণ্ড ৯০০ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২য় খণ্ড ৩২৬ পৃষ্ঠা, আহমাদ, আবূ দাঊদ, মুয়াত্তা মালিক, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, হাদীসের শব্দ মুসলিমের)

কাফির, পৌত্তলিক, ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মত নববর্ষ, ভ্যালেনটাইন্স ডে, থার্টিফাস্ট নাইট, বৈশাখী মেলা, র‍্যাগ ডে ইত্যাদি উৎযাপন করা হারাম

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। (আবূ দাঊদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَنْ بَنٰى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ فَصَنَعَ نَيْرُوْزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتّٰى يَمُوْتَ وَهُوَ كَذَالِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অনারবীয় দেশে বসবাস করে সে যদি সে দেশের নববর্ষ মেহেরজান উৎযাপন করে এবং বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে, এমনকি এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে কিয়ামাতের দিন তাকে তাদের (কাফিরদের) সাথে হাশর করা হবে। [(বায়হাকী, সনদ বিশুদ্ধ, মাজমুয়াতুত্ তাওহীদ ২৭৩) আলোচ্য বিষয়টি কাজী মুহাম্মদ ইবরাহীমের তাওহীদ জিজ্ঞাসা জবাব থেকে সংকলিত]

যা পরিহার করা অবশ্যই কর্তব্য

- গাশ্শি পালন ও বৃষ্টির জন্য ম্যাঘারাণী অনুষ্ঠানের নামে বাড়ী-বাড়ী থেকে চাল তুলে ভোজের আয়োজন করা।
- চালুন, কুলা, ঝাড়ু ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরী করাকে খারাপ মনে করা।
- কোন নতুন ফসল বপণ করাকে আইরিস বা কু-লক্ষণ মনে করা।
- কুরবানীর গুরুর দাঁত, মাথা, চোয়াল কিংবা যে কোন হাড় জ্বিন-শাইতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের ছাদে কিংবা বাঁশঝাড়ে টাঙিয়ে রাখা।
- যাত্রার শুরুতে হোঁচট খেলে কিংবা হাঁচি এলে অশুভ মনে করে যাত্রা বিরত রাখা।
- মানুষের কু-নজর থেকে রক্ষার জন্য ধানক্ষেত, লাও বা কদু গাছের মাচায় কালো হাড়ি-পাতিল ঝুলিয়ে রাখা। তেমনিভাবে নতুন বল্ডিং-এ ঝাড়ু, কলস এবং নতুন ঘরের চালে পাখি বা অন্য যে কোন প্রাণির প্রতিকৃতী তৈরী করে আটকে রাখা।
- হাত থেকে কোন বস্তু পড়ে গেলে অথবা বিড়াল পা চাটলে মেহমান আসবে বলে মনে করা। সেইসাথে ডান হাতের তালু চুলকানো কিংবা ডান হাতের নখে সাদা ফুটি দাগ হওয়াকে অর্থ আসার লক্ষণ মনে করা; কিংবা বাম হাতের তালু চুলকানো অথবা বাম হাতের নখে সাদা ফুটি দাগকে ঋণগ্রস্ত হওয়ার পূর্ব লক্ষণ বলে মনে করা।
- আতুর ঘর বা নবজাত সন্তানের ঘরে জাল, বড়ই কাঁটা, লতাপাতা ইত্যাদি রেখে মনে করা যে, ঘরে শাইতন প্রবেশ করতে পারে না এবং সন্তান শিক্ষিত হওয়ার জন্য তার বালিশের নীচে খাতা, কলম, কালী ইত্যাদি রাখা।
- গাভী বা ছাগলের বাচ্চা হলে কু-নজর থেকে বাঁচার জন্য নেকড়া, গীড়াওয়ালা দড়ি, সুতায় আঁটকানো কড়ি ইত্যাদি গলায় বেঁধে দেয়া।
- বিবাহ-শাদী কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিধর্মী হিন্দুদের মতো রং ছিটানো বা হলী খেলা।
- আল্লাহই করতে পারেন এ কথা না বলে আল্লাহ করতে পারেন বলা।

তাওবাহ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا، عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ *

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আন্তরিক তাওবাহ করো। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা ঃ তাহরীম- ৮ আয়াত)

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

বলুন, হে আমার বান্দাহগণ! যারা নিজিদেরউপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মার্জনা করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আয্-যুমার ৫৩ আয়াত)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاأُحِبُّ أَنَّ لِىْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا بِهٰذِهِ الْأٰيَةِ «قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ...» فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُمَّ قَالَ : أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ كَثِيْرٍ جـ ٤، صـ ٧٥-٧٦

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে এ আয়াতের চাইতে অধিক প্রিয় আর কিছু নেই। "বলুন, হে আমার

বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।....." এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি শির্ক করে, সে ব্যক্তিও? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। অতঃপর বললেন ঃ সাবধান! যে ব্যক্তি শির্ক করে সে ব্যক্তিও নিরাশ হবে না। এটা তিনবার বললেন। (মুসনাদ আহমাদ, ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : وَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتّٰى تَمْلأَ خَطَايَاكُمْ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللّٰهَ لَغَفَرَلَكُمْ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تَخْطَئُوْا لَجَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِقَوْمٍ يَخْطَئُوْنَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُلَهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ كَثِيْرٍ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা অপরাধ করো, এমনকি তোমাদের গুনাহে আসমান-যমীনের মাঝে যা কিছু আছে তা পরিপূর্ণ হয়ে যায় অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ! যদি তোমরা গুনাহ বা অপরাধ না করো তাহলে মহান আল্লাহ এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যারা গুনাহ করবে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনু কাসীর– ৪র্থ খণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا *

আল্লাহর কাছে তাদের তাওবাহ-ই সত্যিকারের তাওবাহ, যারা অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তাওবাহ করে। আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবূল করেন। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

(সূরা ঃ আন্-নিসা– ১৭ আয়াত)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

কিন্তু যারা তাওবাহ করে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করেছিল তা প্রকাশ করে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিব। প্রকৃতপক্ষে আমি তাওবাহ গ্রহণকারী ও দয়ালু।

(সূরা ঃ আল-বাকারাহ– ১৬০ আয়াত)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا *

কিন্তু যারা তাওবাহ করবে, ঈমান আনবে এবং ভাল কাজ করবে আল্লাহ তাদের খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আর যারা তাওবাহ করে এবং সৎ কাজ করে সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

(সূরা ঃ ফুরকান– ৭০-৭১ আয়াত)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা গুনাহ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্য যখন আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তখন আল্লাহ সে ব্যক্তির তাওবার দরুণ ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন। যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট সেটা কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে যায়।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৯৩৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম)

عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ

النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ মূসা আব্দুল্লাহ বিন কায়েস আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন। **(মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৮ পৃষ্ঠা)**

عَنْ أَسْرَارِ بْنِ يَسَارِ الْعِمْذَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ الْيَوْمَ مِائَةَ مَرَّةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আসরার বিন ইয়াসার আল-আমাযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন একশতবার তাওবাহ্ করে থাকি। **(মুসলিম)**

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ *

হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। অতঃপর সাক্ষ্য দিচ্ছি– তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। তোমার কাছে তাওবাহ করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি ॥